হিন্দু সংহতি

# স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 6, Issue No. 1, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, December 2016

তোমাদের স্নায়ু সতেজ কর। আমাদের আবশ্যক—লৌহের মতো পেশী ও বজ্রদৃঢ় স্নায়ু। আমরা অনেক দিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি; এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। ...কোন বিষয় সত্য কি না, জানিতে হইলে তাহার অব্যর্থ পরীক্ষা এই ঃ উহা তোমার শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা আনয়ন করে কিনা; যদি করে, তবে তাহা বিষবৎ পরিহার কর। —**স্বামী বিবেকানন্দ**

### লাভ জেহাদের শিকার

## অসহায় নবনীতার বর্তমান ঠিকানা সরকারী হোম

ভালোবেসে ধর্ম পরিবর্তন করেছিল নাবালিকা মেয়েটি। বিয়ে করেছিল ভিন্ন ধর্মে। সম্প্রতি সে ১৮ বছর উত্তীর্ণ করে সাবালিকা হয়েছে। কিন্তু বাবা-মার করা অপহরণের মামলায় সম্প্রতি তাকে হাইকোর্ট ডেকে পাঠায় তার মনোভাব জানতে। কিন্তু আটমাসের অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটির শারিরীক অবস্থা দেখে আঁতকে ওঠেন বিচারপতিগণ। নবনীতা সরকার ওরফে জন্নত বিবির অবস্থা দেখে আদালতেই তার বসার জায়গা করে দেন বিচারপতিরা। পরিবার নবনীতাকে ফেরত নিয়ে যেতে চাইলেও মেয়ে বাবা-মার কাছে ফিরতে নারাজ। সে স্বামীর ঘর করতে চায়। অথচ স্বামীর ঘরে তার দুরাবস্থা দেখে বিচারপতিরাই বিচলিত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত আদালত নবনীতা ওরফে জন্নত বিবিকে সরকারী হোমে পাঠানোর বন্দোবস্ত করে।

বর্ধমানের কাঁকসার বাসিন্দা আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ানের নাবালিকা মেয়ে নবনীতা প্রেম করে ৩রা মার্চ পালিয়ে বিয়ে করে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কার বাসিন্দা রাইসুদ্দিনকে। বিয়ের আগে ধর্ম পাল্টে সে হয় জন্নত বিবি। বিয়ের সময় তার বয়স ছিল সতেরো বছর পাঁচ মাস। এই অক্টোবরে সে ১৮ বছর পূর্ণ করেছে। মেয়ে ভিন্ন ধর্মে বিয়ে করায় ও নাবালিকা হওয়ায় তার পরিবার ছেলেটির বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা করে। সেই মামলার আগাম জামিন পেতে হাইকোর্টে আবেদন করেন রাইসুদ্দিন শেখ। গত ২১শে নভেম্বর, সোমবার বিচারপতি নাদিরা পাথেরিয়া ও বিচারপতি অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চ তলব করেছিল ওই বধূকে। আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা, শারীরিকভাবে গুরুতর অসুস্থ নবনীতা ওরফে জন্নতকে দেখে বিচলিত হয়ে পড়ে আদালত। তাকে বসার জন্য চেয়ার ছেড়ে দেন আইনজীবীরা।

বিচারপতিরা জানতে চান সে কিছু খেয়েছে কিনা। তার শারীরিক অবস্থা কেমন তাও জানতে চান আদালত। কিছুটা সুস্থ হলে বিচারপতিরা তার

জবানবন্দী নেন। বয়ানে সে জানায়, বাড়িতে তাকে অত্যাচার করা হয়, তাই সে কিছুতেই বাড়িতে ফিরে যাবে না। কিন্তু একইসঙ্গে স্বামীর ঘরেও জন্নত যে খুবই কষ্টে আছে তাও আদালত বুঝতে পারে। বিয়ের সময়ে নবনীতা ওরফে জন্নত হিন্দু মতে নাবালিকা হলেও মুসলিম মতে সাবালিকা। আদালত তাকে আপাতত সরকারী হোমে পাঠাবার নির্দেশ দেয়। একইসঙ্গে তার সেবা শুশ্রুষা যাতে ঠিকমতো হয়, সে ব্যাপারে নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, এই মামলায় অভিযুক্ত রাইসুদ্দিন শেখ যতটা অপরাধী, তার থেকেও অনেকগুন বেশি অপরাধী মুর্শিদাবাদ জেলার সেই ইমাম বা মৌলবী যিনি হিন্দু নাবালিকা মেয়ে নবনীতা সরকারকে কলমা পড়িয়ে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছেন। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে এটা চরম বেআইনি কাজ। ১৮ বছর বয়সের নীচে কোন নাবালক বা নাবালিকা বৈধ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া ধর্মান্তরিত হতে পারে না। কিন্তু বারবার সেই অবৈধ কাজটাই করে চলেছেন মুসলিম ধর্মের অনেক মৌলবী ও ইমাম। আর এই অবৈধ কাজ করেও তারা পার পেয়ে যাচ্ছেন শুধু সংখ্যালঘু বলে। কিন্তু এর ফলে হিন্দুর চরম সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। ভারতের আইন ও প্রশাসন মুসলিম প্রেমে অন্ধ। তাই হিন্দু এই সর্বনাশ তাদের নজরে আসে না। আর রাজনৈতিক দলের কথা না বলাই ভালো।

## গঙ্গাসাগরে শহীদ সেনা পরিবারের পাশে হিন্দু সংহতি

কাশ্মীরের উরিতে আমাদের সেনাশিবিরের উপর পাকিস্তানি হামলায় আমাদের যে ১৯ জন জওয়ান শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে। গঙ্গাসাগরের বিশ্বজিৎ ঘোড়ই এবং হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার গঙ্গাধর দলুই। এদের দেহ যখন সেনাবাহিনীর ব্যবস্থায় তাদের গ্রামে নিয়ে আসা হয়, তখন হিন্দু সংহতির কর্মীরা তাঁদের শেষকৃত্যে উপস্থিত থেকে ঐ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে সংহতির সমর্থকরা এই দুই শহীদ পরিবারের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে ঠিক করা হয় যে, বিশ্বজিৎ ও গঙ্গাধরের পরিবারের হাতে একান্ন হাজার টাকা করে অনুদান হিসাবে তুলে দেওয়া হবে।

সেইমত, ২৩শে নভেম্বর সকালে হিন্দু সংহতির এক প্রতিনিধিদল গঙ্গাসাগরে শহীদ সেনা বিশ্বজিৎ ঘোড়ই-এর বাড়ি গিয়ে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং পরিবারের প্রতি সমাজের সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন। সংহতির পক্ষ থেকে এই শহীদের পরিবারকে ৫১,০০০ টাকার আর্থিক সাহায্য করা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন দেবতনু ভট্টাচার্য, সুজিত মাইতি, সুন্দরগোপাল দাস, সুখেন মন্ডল ও টোটন ওঝা।

আগামী ১৩ই ডিসেম্বর হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে শহীদ সেনার বাড়ি যাওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়েছে।

### কালীপূজার অনুষ্ঠানে অশ্লীল আচরণ

## প্রতিবাদে, সংঘর্ষে উত্তাল ট্যাংরাখালি গ্রাম

গত ২রা নভেম্বর বুধবার দঃ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং-এর ট্যাংরাখালি গ্রামের নস্করপাড়ার কালীপূজা কমিটির সদস্যরা পূজা উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল থানা থেকে অনুমতি নিয়ে। অনুষ্ঠান চলাকালীন পাশের গ্রামের মাঝেরপাড়ার মুসলমানরা মেয়েদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে বচসা থেকে মারামারি লেগে যায়।

অনুষ্ঠান চলাকালীন রাত ১০টা নাগাদ মাঝেরপাড়া গ্রামের কিছু মুসলিম যুবক মনি মোল্লা, সাদ্দাম মোল্লা, মহসিন গায়েন ও আরও অনেকে গান চলাকালীন মহিলাদের মধ্যে ঢুকে নাচতে শুরু করে। নাচানাচির সঙ্গে তারা মহিলাদের সঙ্গে অভদ্র আচরণও করছিল বলে পূজা কমিটির সদস্য গৌতম নস্কর জানান। এরপর গৌতম নস্কর, মধুসূদন নস্কর, দুরন্ত নস্কর সহ পূজা কমিটির সদস্যরা মুসলিম যুবকদের এরূপ আচরণের প্রতিবাদ করে। এতেও কাজ হয় না। তখন হিন্দু যুবকরা তাদের অনুষ্ঠান এলাকা থেকে বের করে দিতে গেলে ক্ষিপ্ত যুবকেরা গালিগালাজ করতে থাকে। তারা হিন্দু দেব-দেবী নিয়েও গালাগাল করে বলে স্থানীয় অভিযোগ। এরপরই ক্লাবের সদস্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলিম যুবকদের মারধোর করে। মার খেয়ে তারা পালিয়ে যায়। যাওয়ার আগে ফিরে আসছি, দেখে নেবো বলে পূজা কমিটির সদস্যদের শাসিয়ে যায়।

ঘন্টা খানেকের মধ্যে আনুমানিক পঞ্চাশ-ষাট জন মুসলিম যুবক লোহার রড, লাঠি, তলোয়ার নিয়ে নস্করপাড়ায় আসে। সঙ্গে বন্দুক-বোমাও ছিল বলে জানা যায়। তারা এসেই পূজামণ্ডপের জেনারেটর, টিউব লাইট, মাইক ভাঙতে থাকে। কমিটির সদস্য ও হিন্দু গ্রামবাসীরা তাদের বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষে পূজা কমিটি ও বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী গুরুতর আহত হয়েছে। মিন্টু গায়েনের মাথায় পাঁচটা সেলাই, নেপাল মন্ডলের মাথায় পড়েছে চারটা সেলাই। ভাস্কর নস্করের বুকে পেটে গুরুতর আঘাত লেগেছে। বাদল নস্কর, বাবুরাম নস্কর নামে দুই গ্রামবাসীও আহত হয়। এমনকি মহিলাদের সঙ্গেও অশ্লীল আচরণ করে মুসলিম যুবকেরা। কিন্তু প্রাথমিক ধাক্কা সামলিয়ে হিন্দুরাও পাল্টা মার দেয়। তাদের মারে ছয়-সাত জন মুসলিমও আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে সূত্রের খবর। অবশেষে গ্রামবাসীদের শক্ত প্রতিরোধের সামনে পড়ে মুসলিম যুবকেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

ঘটনার পর ক্যানিং থানার পুলিশ ও বিশাল র‍্যাফ বাহিনী এসে এলাকা ঘিরে ফেলে। নেপাল মন্ডল, বাদল নস্কর, বাপ্পা মন্ডল, ভাস্কর নস্কর সহ ৯ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরদিন থানা থেকে ব্যক্তিগত বন্ডে তাদের জামিন দেওয়া হয়।

পরে ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি টিএমসি-র পরেশরাম দাস উভয় পক্ষকে ডেকে মীমাংসা করে দেন। একই সঙ্গে ভাঙচুরের অপরাধে মুসলিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করেন তিনি। যে দুইজন হিন্দুর মাথায় সেলাই পড়েছে তাদের চিকিৎসার টাকাও মুসলিমদের দিতে বলেন।

## এ বছরই গ্রেফতার ৫০ সন্দেহভাজন আইএস জঙ্গি

চলতি বছরে আইএস সন্দেহে সারা দেশে ৫০ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কেউ কেউ লিঙ্কম্যানের কাজ করত। ধৃতদের এনআইএ ও বিভিন্ন রাজ্যের নিরাপত্তা সংস্থা নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। লোকসভার অধিবেশনে এমন তথ্যই জানানো হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হংসরাজ আহির জানান, আইএস-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত সন্দেহে এ বছর ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র ও তেলেঙ্গানা। এই দুটি রাজ্য থেকে ১১ জন করে আইএস জঙ্গি গ্রেফতার হয়েছে। এছাড়া কর্ণাটক থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে সাতজনকে। উত্তরাখন্ড থেকে চারজন এবং পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু থেকে দুইজন করে। রাজস্থান, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং বিহার থেকে গ্রেফতার হয়েছে একজন করে। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় যে আন্তর্জাতিক জেহাদি সংগঠন আই. এস. বা ইসলামিক স্টেট সারা ভারতে তাদের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। আর তাদের রিক্রুটমেন্টের জন্য জমি তো তৈরি করে দিচ্ছে অসংখ্য মাদ্রাসা। এরা বিভিন্ন জঙ্গি কার্যকলাপ করতে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং বেশ কিছু জঙ্গি এখান থেকে লিঙ্কম্যান হয়ে সিরিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র রাখত বলে সূত্রের খবর।

বিশ্বজুড়ে ইসলামিক স্ট্রেটের আদর্শ প্রচার করতে উঠে পড়ে লেগেছে আইএস। তাই বিভিন্ন দেশে শাখা সংগঠন খোলার চেষ্টায় রয়েছে তারা। ভারতের বহু সংখ্যক ইসলামিক ধর্মবলম্বী মানুষকে নিজেদের কাছে টানতে নিজেদের আদর্শ তাদের মধ্যে প্রচার করছে। কিন্তু ভারত সরকার সেদিকে কড়া নজর রেখে চলেছে বলে লোকসভায় জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী। দরকারে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

## আমাদের কথা

# পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়

এবছর ২০১৬ সালে অক্টোবর মাসটা সাক্ষী থাকল গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও হানাহানির জন্য। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা এই অক্টোবর মাসেই ছিল। তার সঙ্গে মহরমও পড়ে গিয়েছিল এই মাসে। হিন্দুদের বিভিন্ন সার্বজনীন পূজা এবং মুসলিমদের মহরম ও বকরি ঈদকে কেন্দ্র করে অশান্তি ও হানাহানি যেন প্রতিবছরই বেড়ে চলেছে। এ বছরটা বিগত সব বছরগুলিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। হিন্দু সংহতির দপ্তরে কমপক্ষে ২০ স্থান থেকে ছোটবড় অশান্তি ও সংঘর্ষের খবর এসেছে। তার মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি জায়গায় তো খুব বড় আকারে সংঘর্ষ হয়েছে। অবশ্য বেশ কয়েক জায়গায় সংঘর্ষ বলা যাবে না। হিন্দুদের উপর এক তরফা আক্রমণ হয়েছে। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার অনেকগুলি স্থানে সেরকমই হয়েছে। কিন্তু অনেকগুলি জায়গায় হিন্দুরা জোরালো প্রতিরোধও গড়ে তুলেছিল। এবং হিন্দু যুবকরা নিজেদের দলীয় রাজনৈতিক রং ভুলে গিয়ে একসঙ্গেই এই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ফলে কয়েক জায়গায় মহরমের মিছিল বাতিল হয়েছে। এমনকি এক স্থানে মহরমের তাজিয়া জ্বালিয়েও দেওয়া হয়েছে। সারা রাজ্যে এই অক্টোবরে যে সব স্থানে বড় রকমের অশান্তির ঘটনা ঘটেছে, সেগুলি হল নৈহাটির কাছে হাজিনগর, হুগলীর চন্দননগর, খড়গপুর, হাওড়ার সাঁকরাইল ও মালদার কলিগ্রাম। বিভিন্ন স্থান থেকে আক্রান্ত হিন্দুরা হিন্দু সংহতির সাথে যোগাযোগ করেছে। সংহতির পক্ষ থেকে তাদেরকে যথোপযুক্ত পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি স্থানে সংহতির কর্মীরাও আক্রান্ত হিন্দুকে ও হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেছে। তার জন্য সাঁকরাইল ও আরো কিছু স্থানে সংহতি কর্মীরা গ্রেফতারও হয়েছে।

সারা রাজ্য ব্যাপী এই সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও সংঘর্ষের খবর সাধারণ মানুষ কতটা জানতে পেরেছে তা বলা কঠিন। কারণ সংবাদমাধ্যম এই খবরগুলি চেপে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। অনেকের ধারণা যে সরকার থেকে চাপ দিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি যতটা সেক্যুলার, পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলগুলি তার থেকেও বেশি সেক্যুলার। সেক্যুলার মানে এতদিনে সবাই বুঝে গেছে। তা হল, মুসলমানের কোন দোষ নেই আর হিন্দুর কোন গুণ নেই। মুসলমান কখনও খারাপ কাজ করে না, হিন্দু কখনও ভালো কাজ করে না। এই মিডিয়াগুলির পরিচালকরা নিজেদেরকে সর্বজ্ঞানী তো মনে করেনই। তার উপর তাঁরা নিজেদেরকে পশ্চিমবঙ্গের অভিভাবক বলেও মনে করেন। তাই সাধারণ মানুষের কী জানা উচিৎ আর কী জানা উচিৎ নয়-সেটা ঠিক করে দেওয়ার অধিকারটা শুধু তাঁদেরই আছে বলে এরা মনে করেন। তাই হিন্দুর উপর মুসলমানের আক্রমণের খবর চেপে রাখতে এদের উপরে সরকারের হুইপের দরকার হয় না। এঁরা নিজেরাই সে খবর চেপে রাখেন। এঁদের ধারণা, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বা অশান্তির খবর চেপে রাখলে সেটা আর বাড়বে না। আর এই খবরগুলো প্রকাশিত হলেই প্রতিক্রিয়ায় হানাহানি আরও বেড়ে যাবে। আমরা এই চিন্তার সম্পূর্ণ বিরোধী। সাম্প্রদায়িকতা একটা অসুখ। অসুখকে চেপে রেখে তার চিকিৎসা করা যায় না। অসুখের কথা স্বীকার করলে তবেই কেবল তার চিকিৎসা সম্ভব।

আজকের সারা পৃথিবীতে সর্বজনস্বীকৃত নির্মম বাস্তব হল, ইসলাম ধর্মের অনুগামী মুসলিম সমাজের মধ্যে গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, পরধর্ম বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা, যুক্তিহীনতা ও হিংসার প্রবণতা। বিভিন্ন দেশের কর্তাব্যক্তিরা যতই একে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, সাধারণ মানুষের কাছে আজ এই সত্য পরিষ্কার। আমেরিকায় চরম ইসলাম বিদ্বেষী ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে জয়লাভ সাধারণ মানুষের মধ্যে এই চেতনারই স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। ইংলন্ডের গণভোটে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়ার (ব্রেক্সিট) সিদ্ধান্ত ও ওই একই লাইনে। আগামী দিনগুলিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নির্বাচনে এই একই ধরণের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

সুতরাং সুদূর আমেরিকার ডোনাল ট্রাম্পের বিজয় ও হাওড়া জেলার সাঁকরাইলে মহরমের তাজিয়া জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা। সারা পৃথিবী এই সত্যকে চিনছে। বাংলার মানুষ যত তাড়াতাড়ি চিনতে পারে ততই মঙ্গল। আর মেন স্ট্রীম মিডিয়ার এই সত্য লুকিয়ে রাখার অপচেষ্টা অনেকটাই ব্যর্থ হয়ে গেছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে। ইন্টারনেটের উন্নতি ও সহজলভ্যতা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সমস্ত সত্য ও বাস্তব ঘটনার বিবরণ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। ওয়েবসাইট, ব্লগ, হোয়াটস্অ্যাপ, ইউটিউব, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং সবচেয়ে বেশি ফেসবুকের মাধ্যমে চেপে রাখা সংবাদ আজ সাধারণ মানুষ জানতে পারছে, সত্যকে বুঝতে পারছে। এই সোশ্যাল মিডিয়ার অগ্রগতি আমেরিকায় বেশি, তাই সেখানে সমস্ত ভবিষ্যত বাণীকে ব্যর্থ করে মিডিয়ার চক্ষুশূল ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়লাভ করলেন। ভারতে মোদীর জয়লাভও এই প্রবণতারই পরিচয়। এখন মোদীর নোট বাতিলের মত কঠোর পদক্ষেপে সাধারণ মানুষের সমর্থন দেখে বোঝা যায় যে ভারতও সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর কষ্টকর নোট বাতিলের পদক্ষেপও যে সাধারণ মানুষের এই সমর্থন পাচ্ছে তার পিছনেও এই সোশ্যাল মিডিয়ার অবদান অনেকটা। সুতরাং বলা যায়, সেক্যুলারিজমের কালো মেঘ ছিন্ন করে সত্যের সূর্যের আলো মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে। তার পরিণাম ভালোই হবে।

## মন্দির থেকে গহনা চুরি ঃ ধৃত যুবক

মগরাহাট থানার অন্তর্গত ধনপোতা গ্রামে মন্দির থেকে গহনা চুরি করে পালাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল এক মুসলিম যুবক। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, ওই ব্যক্তির বাড়ি উস্তি থানার অন্তর্গত উত্তর বাসনা গ্রামে। গত ১৬ই নভেম্বর দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে।

ধনপোতা গ্রামের শেষ প্রান্তে মাঠের মাঝে একটি মনসা মন্দির আছে। সূত্রের খবর, ঐ দিন দুপুরে এলাকার নির্জনতার সুযোগ নিয়ে এক মুসলিম যুবক মনসাদেবীর গহনা চুরি করে। পালাবার সময় যুবকটি গ্রামবাসীদের হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। চুরির অপরাধে তাকে বেদম প্রহার করে উপস্থিত জনতা। তারপর তাকে মগরাহাট থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এর আগেও ওই মনসা মন্দিরের ঠাকুরের গহনা চুরি হয়ে গিয়েছিল।

**হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬**

# ভারতীয় বীর জওয়ানদের আত্মত্যাগ ও বাঙ্গালির চরম উদাসীনতা

**রাজা দেবনাথ**

অবশেষে আমাদের বাংলা মায়ের দুই বীর সন্তানের কফিন বন্দী দেহ দমদম এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছাল। কিন্তু না, সেখানে রাজ্যের কোন রাজনীতিবিদের দেখাই পাওয়া গেল না। এই চিত্র অবশ্য আমাদের এখানে নতুন কিছু নয়। বরং এমনটাই আমরা বারবর দেখে আসতে অভ্যস্থ। কারণটা-সহজ, এই বাংলার কাছে দেশের বীর জওয়ান বরাবরই উপেক্ষিত! জওয়ানদের জন্য সামান্যতম সহানুভূতিও এখানে দুর্লভ।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সোমবারের সন্ধ্যেটা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ছিল এক ভীষণ বিষাদময় অধ্যায়। ধীরে ধীরে ভারতীয় বায়ুসেনার দৈত্যাকৃতি বিমান C-130J হারকিউলিসের পেটের ভেতর থেকে বের করে আনা হল, জাতীয় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকায় মোড়া কফিন দুটি। আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা সেনা জওয়ানদের বিউগল বেজে উঠল সমস্বরে। শোকসন্তপ্ত পরিবেশে সিনিয়ার আর্মি অফিসারেরা এগিয়ে এসে ফুলের স্তবকে বরণ করে নিলেন কফিনদুটিকে, যার মধ্যে চিরনিদ্রায় শায়িত আছে আমাদের ঘরের দুই বীর সন্তানের নশ্বর দেহাবশেষ; উরি সেক্টারে পাকিস্তানের বর্বর হানাদারদের অতর্কিত আক্রমণে ঝরে গেছে যাদের তাজা প্রাণ।

সবাই ছিলেন, শুধু ছিলেন না বাংলার কোন রাজনীতিবিদ। এমনকি ডান-বাম-এর কোন রাজ্যস্তরের নেতাকে সেখানে দেখা গেল না। তার চেয়েও বড় আক্ষেপের কথা, কোন রাজনীতির কর্তাব্যক্তি ছাড়াই আমজনতার চোখের জলে সিপাহী বিশ্বজিৎ ঘোড়ই এবং গঙ্গাধর দলুইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গলে!

আর এটাই আমাদের সেই চিরপরিচিত দৃশ্য, যা আমরা বরাবরই আমাদের বাংলার নেতাদের মধ্যে দেখে এসেছি। এবং এটাই হয়তো রূঢ় বাস্তব যে, তারা কখনোই আমাদের বীর জওয়ানদের প্রতি সেই ন্যূনতম শ্রদ্ধাটুকুও দেখাতে রাজি নন, সেই সমস্ত সদাসতর্ক ভারতশ্রেষ্ঠ সন্তানদের জন্য, যারা কিনা সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা করতে প্রহরারত অবস্থায় দেশের জন্য প্রাণ বলিদান দেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী, যিনি প্রায় সবসময়েই সুযোগ পেলেই অসহায় বা নির্যাতিত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে মুখিয়ে থাকেন, তিনিও যেন এই ব্যাপারে অদ্ভুত রকমের বাক্যহারা এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্টতই উরিতে সেনাবাহিনীর উপরে হামলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। সম্ভবত মমতা জানেন যে, এই বিষয়ে দেশপ্রেম দেখিয়ে তাঁর পক্ষে ভোটের (মুসলিম) বাজারে খুব বেশি একটা সুবিধা হবে না। বরং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুখ খুললে হয়তো সেক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হবারই সম্ভাবনা বেশি।

অবশ্য দেশের বীর শহীদদের প্রতি মমতার এই ধরণের শিষ্টাচারবহির্ভুত আচরনে বাংলার অন্তত নতুনত্ব কিছুই নেই। ১৯৯৯'র মে থেকে জুলাই এর মধ্যে এই দমদম এয়ারপোর্টেই কার্গিল যুদ্ধের সময় যখন প্রায় নিয়মিতভাবে মৃত শহীদদের দেহাবশেষ উড়িয়ে আনা হত, তখন রাজ্যের তদানন্তীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অথবা সিপিএমে'র পক্ষে অন্য কোন সর্বহারা জননেতাকে একবারের জন্যেও সেই বীরেদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেখা যায় নি। ধর্মীয় কারণ দেখিয়ে তারা তাদের অন্ত্যেষ্টক্রিয়ার সময় সামান্য একটা ফুলের মালা দিয়ে এমনকি নিদেনপক্ষে উপস্থিত থেকেও সম্মান প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতেন।

যখন অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন দলের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই নিয়ে সান্ত্বনা জানাতে বা শহীদের পরিবারের পাশে নজরকাড়া প্রতিশ্রুতি সমেত ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য রীতিমত নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, তখন এই বাংলায় ঠিক এর উল্টোটাই চোখে পড়ে। বিষয়টি এমনই যে এখানে দেশপ্রেম নামক বস্তুটি যেন ঠিক কিশোর সুলভ অপ্রচলিত অলীক রোমাঞ্চের সঙ্গে সমতুল্য! এমনকি এখানকার সাধারণ প্রচলিত লোকগাথাগুলির মধ্যেও কোথাও কোনরকম জাতীয়তাবাদের ধারণা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। সেটাও যে একটা আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে, তা এই গল্পগুলি শুনলে একবারও মনে আসে না। তার মানে এই নয় যে, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদ এই বাংলার কাছে নতুন কিছু। কারণ এই বাংলার মাটিই তো এককালে সেইসব ভারতশ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রসব করেছিলেন, যারা নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে মাতৃভূমির ঋণশোধের মাধ্যমে ব্রিটিশের থেকে এই দেশ স্বাধীন করে গেছেন। এই বাংলা থেকেই থেকেই একদিন কাতারে কাতারে ছেলে, মেয়ে নির্বিশেষে নেতাজীর ''তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজে নাম লিখিয়েছিলেন।

কিন্তু হায়! পরবর্তীকালে এই বাংলার মাটিতেই কমিউনিজমের অশুভ প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সবকিছুই ক্রমে ধ্বংস হয়ে যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সীর মতন জগদ্বিখ্যাত উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও সেইসময় গোঁড়া বামপন্থীদের আখড়ায় পর্যবসিত হয় (এখনও বর্তমান)। তারা তাদের চিন্তাভাবনায়, চলনে বলনে মননে, বামপন্থার প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে একটাই কাজ করে চললেন। আর তা হল, নিজেদের দেশকেই উঠতে বসতে ঘৃণা করা। মানতে শিখলেন রাষ্ট্রই সমাজের শত্রু! ফলতঃ বাড়তে লাগল দেশের প্রতি বিদ্বেষ। তাইতো ১৯৬২-তে চীনের সঙ্গে বা ১৯৭১-এ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে কম্যুনিস্টরা চীন এবং পাকিস্তানকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়ে বসেন। সেই ধারা কি আজও সমাপ্ত হয়েছে?

এমনকি আজও তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এখানকার (যাদবপুর) ছাত্রছাত্রীরা কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাদের সহমর্মিতা দেখিয়ে রাজপথে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। সেনাবাহিনীকে কটূক্তি করতেও এদের তাই বাধে না! অথচ রাষ্ট্রদ্রোহী আফজল গুরু বা বুরহানেরা হয়ে ওঠে এদের আইকন। নিজেদের মাতৃভূমির প্রতি কতটা বিদ্বেষ থাকলে এটা করা সম্ভব? এইসব ছাত্রছাত্রীরাই পরবর্তী সময়ে বাংলা তথা সারা দেশের মিডিয়া হাউসের কন্ট্রোল করে। তারও বিষময় ফল আমরা হাতে গরম উপলব্ধি করতে পারছি। অতএব, এই প্রসঙ্গে দুই-চার কথা বাংলার মিডিয়া সম্পর্কে না বললেই নয়। সেখানে সেনা জওয়ানদের নিহত হবার ব্যাপারে সমবেদনা কোথায়? সেনা মৃত্যুর খবর বরং সেখানে যতটা না গুরুত্ববাহী, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাধান্য পায় সেনার বিরুদ্ধাচরণকারী কানাইয়া কুমার বা উমর খালিদ। গুটিকয় যাদবপুরের ছাত্র-ছাত্রীর ডাকে সেনাবাহিনীর পক্ষে যখন কলকাতার রাজপথে মিছিলের ঢল নামে, তাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে ঢেকে দেবার সুবন্দ্যোবস্থ করা হয়।

একইভাবে, এই বাংলার বুকে স্বাধীনতা দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান আজও প্রাণ পায় না। বিরাট একটা অংশে তারই শূন্যতা বিরাজ করে। যেটুকু হয় তাও স্কুলের কচিকাঁচারা আছে বলেই না! নেহাতই পালন করতে হয়, তাই যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে কিছু রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী কয়েকটি জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে তাদের হাত ধুয়ে ফেলেন। আর বহু জায়গাতে আবার সেটুকুও তো হয় না।

*শেষাংশ ৭ পাতায়*

# ভারতের অর্থনীতিতে ‘সার্জিকাল স্ট্রাইক’ বিরাট এক বিপজ্জনক খেলায় জিতে গেলেন মোদী

তপন ঘোষ

মোদীজিকে মনে হচ্ছে ‘সার্জিকাল স্ট্রাইক’ স্পেশালিস্ট। সার্জিকাল ট্রাইক কথাটার সঙ্গে মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষ নতুন পরিচিত হয়েছে। পকিস্তানতে উচিত শিক্ষা দিতে ও জঙ্গি ঘাঁটিগুলো গুঁড়িয়ে দিতে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় সেনার নিখুঁত ও সফল আক্রমণের নাম দেওয়া হয়েছে সার্জিকাল স্ট্রাইক।

পাকিস্তানকে আঘাত হানার পর ভারতের বিশাল ও বহু প্রাচীন দুর্নীতির উপর ‘সার্জিকাল স্ট্রাইক’ করে দিলেন গত ৮ই নভেম্বর মধ্যরাত্রে। সমস্ত ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল। স্যাঁকরার ঠুক ঠুক, কামারের এক ঘা। এক ঘায়েই বেসামাল বহু মহীরূহ, বহু রথী মহারথী। দেশের ভিতরে ও বাইরে। কাউকে সামলানোর সুযোগ দেননি। কালো টাকার বড় নোট, ছোট নোট সাদা টাকা করার সুযোগ দেননি। তাঁর দলের কাউকেও নয়। সত্যিই ‘সার্জিকাল স্ট্রাইক’!

৮ নভেম্বর রাতেই ফেসবুকে লিখেছিলাম, কিছুদিন সাধারণ মানুষের অনেক অসুবিধা হবে। ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে লম্বা লাইন পড়বে। কিন্তু এই পদক্ষেপের ফল হবে সুদূরপ্রসারী। এবং সে ফল হবে ভাল। খুবই ভাল। অর্থনীতি পরিষ্কার হবে। দুর্নীতিতে লাগাম লাগবে। আর জেহাদি জঙ্গিদের দানাপানি বন্ধ হবে। বলেছিলাম, জনজীবনে শক লাগবে। সেই শক সামলাতে পারলে দেশ পরিচ্ছন্ন হবে। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

***পাকিস্তান বিপুল পরিমাণ জাল টাকা ভারতে ছেড়ে দিয়েছে। তার থেকেও বেশি পরিমাণ জাল টাকা ছাপিয়ে স্টক করে রেখেছে ভারতে চালাবে বলে। এই বিপুল পরিমাণ ফেক কারেন্সি ভারতীয় অর্থনীতিকে তছনছ করে দিচ্ছিল।***

আজ দু সপ্তাহ পর দেখা যাচ্ছে, জনতা সেই শক সামলে নিয়েছে। তার থেকেও বড় কথা হল, চরম অসুবিধার সময়ও দেশবাসী বিপুলভাবে স্বাগত জানিয়েছে মোদীজির এই অসম্ভব দৃঢ় পদক্ষেপকে।

কিন্তু একটু ভেবে দেখুন তো মোদীজি কতবড় রিস্ক নিয়েছিলেন! কোন্ কোন্ সাপের গর্তে খোঁচা দিয়েছিলেন! শুধু খোঁচা দেননি, গর্তে একেবারে নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছেন। এই সব সাপগুলো গর্ত থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে তাঁকে ছোবল মারবে--একথা কি তিনি জানতেন না? আমাদের থেকে ভাল জানতেন। তিনি ভাল করেই জানতেন, এ এক প্রচন্ড বিপজ্জনক খেলা। তা সত্ত্বেও তিনি এতবড় রিস্ক নিলেন কিভাবে? কার ভরসায়? এখন নিশ্চয় সে কথা বোঝা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের ভরসায়। সাধারণ মানুষের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল—দেশের স্বার্থে কোনো ভাল পদক্ষেপ নিলে, তা কষ্টকর হলেও মানুষ তাকে সমর্থন করবে। জল ঘোলানোর চেষ্টা কম হয়নি। সাধারণ মানুষকে ক্ষেপানোর চেষ্টা কম করা হয়নি। সব এজেন্টদেরকে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মিডিয়া নেমে পড়েছিল লোক ক্ষেপাতে। মুসলিম সম্প্রদায়কে ক্ষেপাতে হয়নি। তারা এমনিতেই মোদীর উপর ক্ষেপে ছিল। কালো টাকা ও কাঁচা টাকার উপরে এই সার্জিকাল স্ট্রাইকে আরো ক্ষেপে গেল। এখনো ক্ষেপে আছে। কাঁচা টাকার পরিমাণ তাদের হাতেই সব থেকে বেশি। এক ঝটকায় সব পাতি কাগজ হয়ে গেল। কিন্তু দেশের ১০৫ কোটি লোক কষ্ট সহ্য করেও মোদীকে সমর্থন করেছে। সেটাই ছিল মোদীর শক্তি। সেটাই ছিল মোদীর ভরসা। অনেকের ধারণায়, মোদী বিরাট এক জুয়া খেলায় জিতে গেলেন।

ভারতের অর্থনীতিতে নরেন্দ্র মোদীর এই শক্ত ‘ডিমনিটাইজেশন’ সার্জারির প্রয়োজনীয়তা কী ছিল, কোন্ চূড়ান্ত সর্বনাশের হাত থেকে তিনি দেশকে বাঁচিয়ে দিলেন, তা একটু খুলে বলা দরকার।

পরিস্থিতি সত্যিই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছিল তিনটি দিক দিয়ে।

(১) অসাধু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা তাদের মোট লেনদেনের একটা খবু বড় অংশ আনএকাউন্টেড চালাচ্ছিল। ফলে একদিকে যেমন সরকার ট্যাক্স থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল, তেমনি ওই অনৈতিক কালো টাকা ওই ব্যবসায়ীরা গোটা সিস্টেমকেই কিনে নিতে কাজে লাগাচ্ছিল। অর্থাৎ, সিস্টেম করাপ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে একদিকে বৈষম্য বাড়ছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ সুবিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এছাড়া এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি তো আছেই যা গরীব মানুষের জীবনকে দুর্বহ করে তুলছিল। এখনো তাই চলছে।

(২) পাকিস্তান বিপুল পরিমাণ জাল টাকা ভারতে ছেড়ে দিয়েছে। তার থেকেও বেশি পরিমাণ জাল টাকা ছাপিয়ে স্টক করে রেখেছে ভারতে চালাবে বলে। এই বিপুল পরিমাণ ফেক কারেন্সি ভারতীয় অর্থনীতিকে তছনছ করে দিচ্ছিল। তার সঙ্গে ওই জাল টাকা ISI-এর এজেন্টদের মাধ্যমে চলে যাচ্ছিল সারা দেশে জেহাদী জঙ্গিদের অসংখ্য সংগঠনের কাছে। কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর উপর পাথর ছোঁড়ার মাথাপিছু দৈনিক মজুরী ৫০০ টাকা। বেআইনি অস্ত্র কেনার খরচ, খাগড়াগড়ে গ্রেনেড তৈরীর খরচ, শিমুলিয়া মাদ্রাসার মত অসংখ্য জেহাদি প্রশিক্ষণ শিবিরের খরচ, স্লিপার সেলদের মাস-খরচ, পুলিশ অফিসারকে কেনার খরচ, ভাল ক্রিমিনাল উকিলের ফী, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক কেনার খরচ, এম এল এ, এম পি, নেতা ও মন্ত্রী কেনার খরচ, লাভ জেহাদের জন্য বাইক কেনা ও পেট্রোলের খরচ-এই সব খরচের যোগান হচ্ছিল ওই জালটাকা দিয়ে। তাছাড়া নকশাল ও মাওবাদীদের কাছেও চলে যাচ্ছিল এই টাকা। ওই টাকার জোরে ভারতের আদিবাসী প্রধান বিরাট এলাকায় মাওবাদীরা নাশকতা করে কেন্দ্র সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিলগ্ন। জনজীবনও হচ্ছিল ব্যাহত। এই টাকা দিয়ে আইএসআই ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরাপত্তা-দুটোকেই চরম বিপন্ন করে তুলেছিল। আর কিছুদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ হাতের বাইরে চলে যেত। এটা আর কেউ বোঝে কিনা জানিনা, কিন্তু আমি খুব ভালো করে বুঝি।

(৩) দেশের রাজনীতি শুধু অর্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছিল। সর্বোচ্চ ক্ষমতা তো সরকারের হাতেই থাকে! সেই সরকার গঠনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটা যদি শুধুই অর্থ-নির্ভর হয়, তাহলে সেই সরকারের আসল দায়বদ্ধতা দেশের প্রতি বা জনগণের প্রতি থাকবে কি? রাজনীতি শুধু অর্থ নির্ভর হলে যে কোন দলই সরকার গঠনের পর, পরের বার আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে শুধু টাকা কামানোর কাজে লেগে থাকবে। এখন তাই হচ্ছে। তাই, এই open secret সবাই জানে যে অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে যত কাঁচা টাকা আছে, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তার থেকেও বেশি আছে। ‘নেতা-মন্ত্রী-অফিসার-ইঞ্জিনিয়ার-কন্ট্রাক্টর-চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট- বিচারপতি’ বিষাক্ত চক্র এই দুর্নীতির বলিষ্ঠ বাহন। এই রাজনীতি দিয়ে কতটাই বা জনকল্যাণ করা যাবে, আর কতটাই বা দেশের দূরপ্রসারী সর্বনাশ ঠেকানো যাবে? যাবে না।

এই তিনটি দিক থেকেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। অনেকে বলবেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখাই তো সরকারের কাজ। কোন্ সরকারের কাজ? মাত্র আড়াই বছর হাতে ক্ষমতা পেয়েছে যে সরকার-তার কাজ? ৬৭ বছরের জঞ্জাল, পরিবারতন্ত্রের জঞ্জাল, সমাজতান্ত্রিক ভন্ডামির জঞ্জাল, সেকুলার জঞ্জাল, জাতিবাদের জঞ্জাল আড়াই বছরে সাফ করা যায়? যায় না। তার জন্য অনেক বেশি সময় লাগবে। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি যে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, তাতে সেই সময়টুকু দেওয়ার মত সময় আর হাতে নেই। জনগণকে, বিশেষ করে ‘উচ্চরব মধ্যবিত্ত’ শ্রেণী যাতে একটুও অসুবিধায় না পড়ে, তাকে অগ্রাধিকার দিতে গেলে সর্বনাশ আটকানো যাবে না। কেউ কি অস্বীকার করবেন যে, অসুখ পুরানো ও গভীর! তা নিরাময় করতে একটুও ব্যথা লাগবে না? তা তো হয় না!

দেশের এই গভীর অসুখ ও অবশ্যম্ভাবী দূরপ্রসারী সর্বনাশ-তা কি আর কেউ জানে না? নিশ্চয় জানে। কিন্তু বাস্তব সত্যটা হল এই যে,

***মোদীজি তা ভেবেছেন এবং করে দেখিয়েছেন। তাই মোদীজি বারবার প্রমাণ করেছেন তিনি ব্যতিক্রম। তাঁর আত্মবিশ্বাসের লেভেল-টা অন্য নেতাদের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। তাই তিনিই এই চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন। তিনি নিয়েছেন। সফল হয়েছেন। দেশকে বিরাট সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।***

বর্তমানে দেশে যে সকল নেতা-নেত্রীর কিছুটা বা অনেকটা জনভিত্তি আছে তাঁরা সবাই আঞ্চলিক নেতা। কেউ সর্বভারতীয় নেতা বা নেত্রী নন। তাঁদের সর্বভারতীয় দৃষ্টি বা দায়িত্ববোধ নেই। আর সর্বভারতীয় দৃষ্টি যাঁদের আছে বলে মনে করা হয়, তাঁদের কোনো জনভিত্তি নেই। এমনকি লোকসভায় নিজের সীটটাও তাঁরা জিততে পারবেন না। গোলেমালে জোট রাজনীতিতে যদি বা কোনো নেতা ক্ষমতা পান, তিনিও বেশ কয়েকবছর ধরে গোটা দেশকে চালানোর সুযোগ পাবেন-এ আত্মবিশ্বাসও কারো নেই। তাই, গোলেমালে বা তালেগোলে জগাখিচুড়ি ক্ষমতা পেলেও ওই সুদূরপ্রসারী ও কঠিন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মানসিকতা সর্বভারতীয় কোনো রাজনৈতিক নেতারই নেই।

মোদী দেখিয়ে দিয়েছেন, একবার নয় অনেকবার, তিনি ব্যতিক্রম। সর্বভারতীয় রাজনীতিকে খুব কাছ থেকে দেখার বেশ কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে। তাই আমি খুব জোর দিয়ে বলছি, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে মোদীর উত্থানের আগে পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমস্ত নেতারা ধ্রুবসত্যের মত মেনে নিয়েছিলেন যে কেন্দ্রে একদলীয় সরকারের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রে সরকার গড়তে গেলে তা ‘জোট সরকার’ই হবে। তাই সর্বভারতীয় ফলিত রাজনীতি মানেই জোড়-তোড়ের রাজনীতি। বেচারা আডবানীজি ওই চক্করে পড়েই সব দলের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরী করতে নিজের ইমেজ পাল্টানোর জন্যই পাকিস্তানে গিয়ে সচেতনভাবে ‘জিন্না-বন্দনা’ করলেন। অবশ্যই তাঁর মহান পরামর্শদাতা মাকু সুধীন্দ্র কুলকার্নি এই টেকনিকের অন্যতম কারিগর। কিন্তু আডবানীজিও তো ছোট ছেলে নন! তিনি ওই পরামর্শ নিলেন কেন? কারণ, ওই আত্মবিশ্বাসের অভাব। ওই বিশ্বাস যে একদলীয় সরকারের দিন শেষ।

২০০৪-এর নির্বাচনে বিজেপি হেরে গেল, কিন্তু ১৪০ সীট পেল। আডবাণীর নেতৃত্বে ২০০৯-এর নির্বাচনে আরো করুণ অবস্থা-১১৭। সেই অবস্থায় বিজেপির কোনো নেতা এককভাবে ২৭২ সীট পাওয়ার কথা ভাবছেন, এটা কি ব্যতিক্রম নয়? কিন্তু মোদীজি তা ভেবেছেন এবং করে দেখিয়েছেন। তাই মোদীজি বারবার প্রমাণ করেছেন তিনি ব্যতিক্রম। তাঁর আত্মবিশ্বাসের লেভেল-টা অন্য নেতাদের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। তাই তিনিই এই চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন। বিরাট রিস্ক নিয়ে এই চ্যালেঞ্জ তিনি নিয়েছেন। সফল হয়েছেন। দেশকে বিরাট সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

মোদীজির ঝাঁপিতে আরও অনেক কিছু আছে। আরও অনেক চমক অপেক্ষা করছে দেশবাসীর জন্য। তা কাউকে কাঁদাবে, কাউকে হাসাবে। অবশ্যই বেশি লোক হাসবে। আর আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জেতার জন্য তিনি তাঁর দলের উপরও নির্ভর করবেন না, সংঘ পরিবারের উপরও নির্ভর করবেন না। এইরকম প্রচন্ড শক্তিশালী পদক্ষেপগুলি দিয়ে জনতার সঙ্গে তাঁর সোজাসুজি সম্পর্ক স্থাপন হচ্ছে। সেই জনভিত্তি দিয়েই তিনি জিতবেন। এর ফলে হয়ত কিছুটা একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতা আসতে পারে। কিন্তু একটু নেতাজীর কথা মনে করুন তো! তিনি বলেছিলেন, স্বাধীন হওয়ার পর দেশকে ঠিকমত গড়তে হলে প্রথম কুড়ি বছর দেশে সদর্থক একনায়কতন্ত্র চাই। এখন দেশ যে গভীর অসুখে পড়েছে, তাতে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য বোধ হয় আমাদের তা মেনে নেওয়া উচিত।

এই পরিস্থিতিতে সকলের কাছে আমার আহ্বান, দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে, পাকিস্তান প্রেরিত অন্তর্ঘাতকে প্রতিহত করে দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে, চীন-পাকিস্তান দুষ্টচক্রের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে, মোদীজির এই শক্ত পদক্ষেপকে সমর্থন করুন। দু-দুটি বিশ্ব মহাযুদ্ধে ইউরোপের উন্নত জাতিগুলি যে ত্যাগ, শৃঙ্খলা ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিল, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশকেও ইউরোপের উন্নত দেশগুলির সমপর্যায়ে নিয়ে আসতে একটু কষ্ট স্বীকার করুন, আর একটু ধৈর্য ধরুন, আর একটু শৃঙ্খলাবদ্ধতার পরিচয় দিন।

# উত্তর ২৪ পরগণার মোল্লাহাটিতে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে বস্ত্রবিতরণ

গত ১০ই নভেম্বর হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগণার গোপালনগর থানার অন্তর্গত মোল্লাহাটি কালীবাড়িতে সাধারণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এলাকার হিন্দু সংহতি কর্মী সোনা রায় ও অন্যান্য কর্মীরা সমস্ত অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল।

হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ উক্ত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সহসভাপতি শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, গাইঘাটার কর্মী সঞ্জীব চক্রবর্তী, টোটন ওঝা এবং বনগাঁর বিকাশ বিশ্বাস। সভাপতির সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সাধারণের মধ্যে ৩০টি শাড়ি, বিধবা মহিলাদের ২৫টি শাড়ি, পুরুষদের ২০টি ধুতি এবং ২০ জন বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে জামা-কাপড় বিলি করা হয়। ফেরার পথে সংহতি সভাপতি গাইঘাটায় নামেন। সেখানকার কর্মীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করেন সংহতি সভাপতি।

## প্রতারণা ঃ ধৃত বাংলাদেশী

প্রতারণার অভিযোগে এক বাংলাদেশী যুবককে গ্রেফতার করল দেগঙ্গা থানার পুলিশ। গত ১৩ই নভেম্বর, রবিবার রাতে দেগঙ্গার শ্বেতপুর এলাকা থেকে ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম মীর মহম্মদ মিলটন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ঐ ব্যক্তির বাড়ি বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া জেলায়। মীর মহম্মদ এদেশে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের খবর পেয়ে প্রতারণা করার জন্যই গত ১০ই নভেম্বর বাংলাদেশ থেকে এসে বারাসাতের একটি হোটেলে ওঠে। সেখান থেকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূদের ধর্মের ভয় দেখিয়ে দু হাজার, পাঁচ হাজার টাকা করে আদায় করে। গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে দেগঙ্গা থানার পুলিশ মীর মহম্মদকে গ্রেফতার করে। (সূত্রঃ- দৈনিক যুগশঙ্খ)।

## পাল্টা জবাবে মৃত সাত পাকিস্তানি জওয়ান

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাল্টা জবাবে নিহত হল সাত পাকিস্তানি সেনা। সার্জিক্যাল ট্রাইকের পর থেকে জম্মু-কাশ্মীরের আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণরেখা লাগোয়া এলাকায় লাগাতার সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে চলেছে পাক সেঞ্জাস ও সেনা। রবিবার ১৩ই নভেম্বর পাকিস্তানি সেনারা ভারতীয় সেনা লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ভারতীয় সেনা পাল্টা দিলে সাতজন পাকিস্তানি সেনার মৃত্যু হয়।

রবিবার রাতে নিয়ন্ত্রণ রেখা লাগোয়া বীমবের সেক্টরে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে গোলাবর্ষণ শুরু করে পাকবাহিনী। পাল্টা জবাব দেয় ভারতীয় সেনাও। পরে সেনাসূত্রে জানা যায় সাত পাকিস্তানি সেনা ভারতীয় জওয়ানের জবাবে নিহত হয়েছে।

## মায়ানমারে সেনার উপর হামলা ঃ পাল্টা মারে ধ্বংস ৮০০ রোহিঙ্গা মুসলিমদের বাড়ি

তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, এই অজুহাতে মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমরা রাখাইন সীমান্তের সেনা চৌকিতে হামলা চালায়। এতে বেশ কয়েকজন সেনা আহত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এরপরই সেনারা পাল্টা আক্রমণ চালায় রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর। এতে বেশ কয়েকটি মুসলমান গ্রাম প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। হতাহতের সংখ্যাও প্রচুর।

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ-এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, নভেম্বর মাসের ১০ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত সেনা অভিযানে রোহিঙ্গাদের পাঁচটি গ্রামের ৮২০ টি বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অপর একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে যে প্রায় সাড়ে বারোশ বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আহতের সংখ্যাও অনেক বলে হিউম্যান রাইটস্ জানিয়েছে। মায়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, চারশ-র বেশি রোহিঙ্গা মুসলিমকে আটক করা হয়েছে। জাতিসংঘের একটি রিপোর্ট জানাচ্ছে মায়ানমারের সহিংস ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ত্রিশ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে।

## উত্তর ২৪ পরগণার ড্রাগ পাচার ব্যর্থ, গ্রেফতার তিন

গত ১৪ই নভেম্বর, সোমবার কলকাতা পুলিশ এবং ড্রাগ কন্ট্রোলের অফিসাররা পূর্ব কলকাতা শহরতলির আনন্দনগর থানা এলাকার পঞ্চান্নগ্রাম থেকে দুজনকে গ্রেফতার করেছে। এরা হল মহম্মদ মধু ও মহম্মদ লালবাবু। এদের কাছ থেকে পুলিশ ৫২০ গ্রাম চরস বাজেয়াপ্ত করেছে। একই দিনে ড্রাগ কন্ট্রোলের অফিসাররা উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর থেকে রেজাউল সর্দার নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে, ধৃত ব্যক্তি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ড্রাগ মেটাফিটামিন ও ফেন্সিডিল পাচার করছিল। সেই সময় সূত্র মারফত খবর পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে ১৪০০ বোতল মেটাফিটামিন এবং ১৮০০ বোতল ফেনসিডিল পাওয়া গিয়েছে। আনুমানিক যার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা।

## কাবুলে মসজিদে বিস্ফোরণ

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন এক আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ হয় একটি মসজিদে। এই হামলায় বহু মানুষের হতাহতের খবর পাওয়া গিয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, গত ২১ শে নভেম্বর, সোমবার সকালে পশ্চিম কাবুলের বাকিউরুল ওলুম মসজিদে ঘটনাটি ঘটেছে। মসজিদে যখন ধর্মীয় কাজে সকলে ব্যস্ত ছিল তখন হঠাৎ-ই প্রচন্ড বিস্ফোরণে চারদিক কেঁপে ওঠে। এক আত্মঘাতী জঙ্গি নিজেকে উড়িয়ে দিয়ে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে সূত্রের খবর। ঘটনাস্থলে ২৭ জনের মৃত্যু হয়। আহতের সংখ্যা ৩৫। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে আশঙ্কা। উল্লেখ্য আত্মঘাতী জঙ্গি নিজেও একজন ইসলামিক সম্প্রদায়ের মানুষ। যদিও ঘটনার দায় কোন জঙ্গি সংগঠন স্বীকার করেনি।

# নাবালিকা কন্যাকে অপহরণ

গত ১লা নভেম্বর হঠাৎ-ই অন্তর্ধান হল ১৪ বছরের নাবালিকা কন্যা লাবনী দাস। সে নদীয়া জেলার ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। অনেক খোঁজ করেও লাবনীর বাবা রামপ্রসাদ দাস মেয়ের সন্ধান পাননি। পরে জানতে পারেন সফিকুল ইসলাম নামে এক যুবক তার নাবালিকা কন্যাকে অপহরণ করেছে। কন্যাকে ফিরে পাওয়া এবং দোষীর উপযুক্ত শাস্তি দাবী করে রামপ্রসাদ দাস শান্তিপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। কেস নং-৫৬৪/১৬,ধারা ৩৬৩, ৩৬৫ আইপিসি।

নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বুইচা বটতলা পাড়ার বাসিন্দারামপ্রসাদ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, ১লা নভেম্বর ভাইফোঁটার দিন লাবনী তার পিসির বাড়ি ফুলিয়াপাড়ায় যায়। দুপুর ১টা নাগাদ সে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। কিন্তু অনেকক্ষণ পরও লাবনী বাড়ি না ফেরায় তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। চারদিকে লাবনীকে খোঁজাখুঁজিও শুরু হয়। এমন কি ফুলিয়া বাস স্ট্যান্ডের সাইকেল গ্যারেজ থেকে তার সাইকেলটিও পাওয়া যায়। বিভিন্ন সূত্র মারফত তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন দিপুর পাড়ার সফিকুল ইসলাম নামক এক যুবক তার নাবালিকা কন্যাকে ফুসলিয়ে কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে নিয়ে গিয়েছে। সফিকুলের মোবাইল নম্বরও তিনি শান্তিপুর থানার হাতে তুলে দেন বলে জানিয়েছেন।

রামপ্রসাদবাবু হিন্দু সংহতির সভাপতির কাছে তার কন্যাকে উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য একান্ত অনুরোধ করেছেন ও লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

## ডায়মন্ডহারবার থেকে অপহৃত নাবালিকা মৌসুমী

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ডায়মন্ডহারবার থানার অন্তর্গত বাসুলডাঙার ন'পাড়ার মৌসুমী সরদার (পিতা-অমিত সরদার) নামক এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও মেয়েটিকে পাওয়া না গেলে তার পরিবার ডায়মন্ডহারবার থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরী করে।

মৌসুমীর মামা পান্নালালবাবু জানান, ভাগ্নী তার বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করছিল। লাজুক স্বভাবের মেয়েটির মধ্যে কোনদিন কোন অসঙ্গতি দেখা যায় নি। ১৭ই সেপ্টেম্বর যথারীতি যে প্রতিদিনের মতো বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু আর বাড়ি ফেরেনি। দীর্ঘসময় অপেক্ষার পর পান্নালালবাবুরা জানতে পারেন, চাঁদা গ্রামের বাঁকিবুল্লা মন্ডল (২৪, পিতা আব্দুল হানিফ মন্ডল) তাকে নিয়ে গেছে। সেই মতো বাঁকিবুল্লার নামে ডায়মন্ডহারবার থানায় ২৭ তারিখ একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। পরে ফোন সূত্র মারফত জানতে পারা যায় মৌসুমীকে নিয়ে বাঁকিবুল্লা হাওড়া জেলার কোথাও লুকিয়ে আছে।

মৌসুমীর মামা পান্নালালবাবুর অভিযোগ, তার ভাগ্নীকে অপহরণ করেছে বাঁকিবুল্লা। মৌসুমী এখনও নাবালিকা। তাই যত দ্রুত সম্ভব তার ভাগ্নীকে উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষের সঙ্গে দেখা করে মৌসুমীকে উদ্ধার করে দেওয়ার আবেদন জানান। তপনবাবু তাকে সাহায্যের আশ্বাস দেন।

## ১৩০ থেকে ১৪০টি পরমাণু বোমা রয়েছে পাকিস্তানের হাতে

ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিতে পরমাণু অস্ত্র সম্ভার বাড়াচ্ছে পাকিস্তান। বর্তমানে তাদের হাতে ১৩০টি থেকে ১৪০টি পরমাণু বোমা মজুত রয়েছে। উপগ্রহ চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে একদল মার্কিন বৈজ্ঞানিক এই তথ্য জানিয়েছেন। এই বিষয়ে তারা একটি রিপোর্ট বের করেছে।

রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, পাকিস্তান তাদের এফ-১৬ বিমানগুলিকে পরমাণু অস্ত্র বহনের উপযোগী করে তুলেছে। একইসঙ্গে তাদের হাতে থাকা ফরাসী যুদ্ধবিমান মিরাজকেও পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম 'রাদ' ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে নিয়েছে। প্রসঙ্গত 'রাদ' একটি ক্রুজ জাতীয় ক্ষেপনাস্ত্র।

ভারতের সঙ্গে অস্ত্র সম্ভারে পাল্লা দিতেই পাকিস্তান তাদের পরমাণু অস্ত্র বাড়াচ্ছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। শির্ষক রিপোর্টটিতে আরও বলা হয়েছে, যে সমস্ত পাক যুদ্ধবিমান পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম, সেগুলিকে রাখা হয়েছে করাচির পশ্চিমে মসরুর বিমানঘাঁটিতে। ওই বিমানঘাঁটির মাটির নীচে একটি গোপন কন্ট্রোলরুম আছে। সম্ভবত সেটাই হল 'কমান্ড সেন্টার।' যুদ্ধের সময় যাবতীয় নির্দেশ ঐ কমান্ড সেন্টার থেকেই আসবে বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

মূলতঃ ভারতের অস্ত্র সম্ভারের দিকে দৃষ্টি দিয়েই পাকিস্তান তার অস্ত্র ভান্ডার বাড়িয়ে নিচ্ছে। সম্প্রতি ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। তাই পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধের প্রস্তুতি যে ভারতের বিরুদ্ধেই তা বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

## নতুন নোট জাল করতে পারবে না পাকিস্তান দাবি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার

সন্ত্রাসী হানা ও কালো টাকা রুখতেই রাতারাতি আর একটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ঘটিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সমস্ত পুরানো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট। পরিবর্তে আসছে নতুন ৫০০ এবং ২০০০ টাকার নোট। তবে পাক জঙ্গিরা কোনওভাবেই এই নতুন নোট জাল করতে পারবে না। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা তেমনটাই দাবি করছে। পাকিস্তান ভারতীয় জাল নোট তৈরি করে তাদের এজেন্ট ও অনুপ্রবেশকারীদের মাধ্যমে ভারতে পাঠিয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাত। এবার আর সেই উপায় থাকছে না। কারণ নয়া নোটে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা জাল করা কার্যত অসম্ভব। এক সরকারি আধিকারিক সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, গত ছ'মাস ধরে চরম গোপনীয়তা বজায় রেখে নতুন নোট ছাপার কাজ চলছিল। গোয়েন্দা সংস্থা সেই নোটের ফিচারগুলি খতিয়ে দেখেছে। এবং তারপরই জানা গিয়েছে, নতুন ৫০০ ও ২০০০ টাকার নোট জাল করা মোটেই সহজ হবে না। যদিও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সেইসব ফিচারগুলি প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না।

গোয়েন্দা সংস্থা এবং সরকারের তরফে জানা গিয়েছে, বহুদিন ধরে পাকিস্তানের পেশোয়ারে ভারতীয় জাল নোট ছাপার কাজ চলত। যেখানে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটই বেশি ছাপা হত। আর আইএসআই, লস্কর-ই-তৈবার মতো পাক জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি সেই জাল অর্থেই এই দেশ ভরিয়ে তুলছিল। সূত্রের খবর, জঙ্গিদের খরচের জন্য বছরে প্রায় ৭০ কোটি জাল টাকা ভারতে ঢুকত। পুরানো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল হয়ে যাওয়ায় সেই পথ এবার বন্ধ হয়ে গেল।

# ক্যানিং ব্লকের হিন্দু সংহতির বিজয়া সম্মেলন

গত ২০শে নভেম্বর ক্যানিং থানার ১নং ব্লকের হিন্দু সংহতির কর্মীদের বিজয়া ও দীপাবলী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল তালদিতে। তালদির বহুমুখী বিসরণী হলে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংহতি সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ।

সকলকে দুর্গাপূজা ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, ইসলামের বিরুদ্ধে সারা

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই যুদ্ধে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে। ইসলাম ধর্মেই বলা আছে ১৪০০ বছর পর ইসলামের কেয়ামত আসবে, আর ইসলামের ১৪০০ বছর অতিক্রম হয়ে গেছে। কিন্তু তারা শেষ হওয়ার আগে অন্যান্য অনেক জাতিকেও ধ্বংস করে দেবে। মনে রেখো, বাঙালী হিন্দুর যেন শেষ পরিণতি এরকম না হয়। পূর্ববঙ্গের বাঙালির মতো যেন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায়। এরজন্য লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ক্যানিং-জীবনতলার হিন্দু যুবকরা এই লড়াই লড়বে। আর সেই লড়াইয়ে যত রকম সাহায্য দরকার হবে হিন্দু সংহতি তা হিন্দু যোদ্ধাদের জন্য করে আসছে, আগামী দিনেও তা করবে।

তিনি আরও বলেন, লড়াই করার জন্য রণকৌশলের প্রয়োজন। আর রণকৌশল ঠিক করবে সংগঠনের নেতৃত্বরা, মাঠে-ময়দানে লড়াই করা কর্মীরা নয়। আর যারা এই নির্দেশ মান্য করে চলবে না, তাদের হিন্দু সংহতির হাত ছাড়তে হবে। বর্তমানে কোন রাজনৈতিক দলেরই আদর্শ বলে কিছু নেই। তাই আমাদের আনুগত্য থাকবে শুধু নিজের ধর্মের প্রতি, কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি নয়।

একই সঙ্গে তিনি সংহতি কর্মীদের বলেন, এলাকার ঘটনার কথা বলে সংহতিকে দোহন করবার চেষ্টা করতেন না। অনেকেই অন্য হিন্দু সংগঠন করে। কিন্তু বিপদে পড়লেই তপন ঘোষ ও হিন্দু সংহতির দ্বারস্থ হন আপনারা। তাই সংহতি কর্মীদের সচেতন থাকতে হবে। কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটলে তার প্রকৃত খবরটা যেন হিন্দু সংহতির কার্যকর্তাদের কাছে পৌঁছায়।

বিকালে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার কর্মী সম্মেলনে তিনি বলেন, ইসলামী আগ্রাসন ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করছে। এ অবস্থায় হিন্দুদের আর ঘরে বসে থাকলে চলবে না। প্রতিকার প্রতিরোধের পথে এগিয়ে এসে দেশ, হিন্দু জাতি ও হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে হবে। রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের সমস্যার সমাধান নয়। তাই রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে রাজনীতিকেই ধর্মের স্বার্থে ব্যবহার করার আহ্বান জানান তিনি। তপনবাবুর সঙ্গে এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত রাজ্য কমিটির সুজিত মাইতি, চিত্তরঞ্জন দে, সাগর হালদার এবং বিশিষ্ট লেখক রাজা দেবনাথ।

## সুন্নী জেহাদি গোষ্ঠীর হামলায় ১০০-র অধিক শিয়া মুসলিম নিহত ইরাকে

ইরাকের রাজধানী বাগদাদের দক্ষিণে হিলা শহরে একটি গ্যাস স্টেশনে হামলা চালায় সুন্নী জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট। ২৪ নভেম্বর এই হামলায় ১০০-র অধিক শিয়া মুসলিম নিহত হয়েছে যাদের অধিকাংশই ইরান থেকে আগত তীর্থযাত্রী। তারা ইরাকে অবস্থিত শিয়া তীর্থস্থান কারবালা দর্শন করে ফিরছিল। এই কারবালাতেই সপ্তম শতাব্দীতে নিহত হন নবী হজরত মহম্মদের নাতি ইমাম হোসেন। এই স্থান দর্শন করে ফেরার পথে ঐ শিয়া যাত্রীদের ওপর একটি বিস্ফোরক ভর্তি ট্রাক দিয়ে হামলা করে ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠীর জঙ্গিরা। ঐ হামলায় শিয়া তীর্থযাত্রী বোঝাই ৫টি বাসে আগুন ধরে যায়। বহু যাত্রী অগ্নি দগ্ধ হয়ে মারা যান। চারিদিকে দগ্ধ মৃতদেহ দেখা যায় এইসবের ছবি ও ভিডিও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

বাগদাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উক্ত হামলাকারী ট্রাকটিতে ৫০০ লিটার মারাত্মক বিস্ফোরক এমোনিয়াম নাইট্রেট মজুত ছিল।

## ইসলামের মোকাবিলায় কঠোর পদক্ষেপ চিনের

ইসলামিক মৌলবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের মোকাবিলায় চিন একের পর এক শক্ত পদক্ষেপ নিয়েই চলেছে, এমন পদক্ষেপ যা ভারতে কল্পনা করাও কঠিন। চিনের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জিনজিয়াং প্রদেশে সমস্ত মুসলমানকে তাদের পাসপোর্ট পুলিশের কাছে জমা দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর কারণ হিসেবে শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে সোশ্যাল অর্ডার বা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করতেই এই আদেশ।

চিনের এই জিনজিয়াং প্রদেশ পাক অধিকৃত কাশ্মীরের লাগোয়া। এমনিতেই এই এলাকার মুসলিমদের পক্ষে পাসপোর্ট পাওয়াই খুব কঠিন। যাদেরও বা আছে, তাদেরকেও এখন সেই পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা রাখতে হবে। ইসলাম ও মুসলিমদের উপর চিনের কম্যুনিষ্ট সরকারের কঠোর বিধি নিষেধের জন্য এই প্রদেশের উইঘুর জাতির মুসলমানরা অনেকেই তুর্কিস্থান ও অন্যান্য মুসলিম দেশে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাদের গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ আনতেই এই পাসপোর্ট জমা রাখার আদেশ। চিন সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে উইঘুর জাতির মুসলমানরা এখন কি করে সেটাই দেখার

## পাক হামলায় হত বিএসএফের হেড কনস্টেবল

চলতি বছরে শতাধিকবার সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান। শুধু সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করাই নয়, সন্ত্রাসবাদীদের সাহয্যে এদেশের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসী হামলা চালাবার পরিকল্পনাও করেছে। সম্প্রতি পাকসেনারা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় হামলা চালায়। এই ভারতীয় কিছু সেনা আহতও হয়েছে এবং প্রাণ হারিয়েছেন বিএসএফের হেড কনস্টেবল রাই সিং। এব্যাপারে সরাসরি পাকিস্তানের দিকে আঙুল তুলে তাদের সতর্ক করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিক্কর। সাম্প্রতিক সার্জিক্যাল ট্রাইকের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ভারত কখনই আক্রমণাত্মক নীতিতে বিশ্বাসী নয়। তাই বলে শত্রুর মোকাবিলা না করে হাত গুটিয়ে ভারত বসে থাকবে, এমন ভাবাটাও ঠিক নয়। সম্পূর্ণ দেশজ প্রযুক্তিতে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী রণতরী 'আইএসএস চেন্নাই'-এর আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রতিপক্ষামন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকই প্রমাণ করে দিয়েছে যে পাকিস্তান বারবার সংঘর্ষ বিরোধী চুক্তি লঙ্ঘন করলে এবং জঙ্গি কার্যকলাপে মদত দিতে থাকলে ভারত সরকারও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। পারিক্কার বলেন, পাকিস্তান যদি সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন না করে তাহলে দুই দেশের মধ্যে টেনশন কমে যাবে। সীমান্তে উত্তেজনা অনেকটাই হ্রাস পাবে। সমস্যা অনেক আছে, তা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মেটানো সম্ভব এবং ভারত এটাই চায়। কিন্তু কখনই দেশের বা জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে নয়।

তবে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নিতে দেখায় যায় নি। উল্টে পাকিস্তান সরকার ও তাদের সহযোগী বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠনগুলো ভারতকে হুমকি দিচ্ছে যে, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে।

## জীবনতলা থেকে নিখোঁজ যুবতী

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার বিবির আবাদ নলপাড়া থেকে নিখোঁজ হল এক যুবতী। নাম সাগরিকা মন্ডল (১৮ বছর)। অনেক খোঁজ করেও তার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। আত্মীয় পরিজনদের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারা যায় যে, সাগরিকা সেখানেও যায়নি। মেয়েকে হারিয়ে অত্যন্ত ভেঙে পড়েন সাগরিকার বাব-মা। হঠাৎ কয়েকদিন আগে এক উড়ো ফোন থেকে জানতে পারা যায় যে সাগরিকা বর্তমানে চেন্নাইতে আছে। আগেই সাগরিকার বাবা বেচারাম মন্ডল জীবনতলা থানায় তার যুবতী কন্যা নিখোঁজের একটি ডায়েরী করেছিল, যার নম্বর ৬৫৬/১৬। ফোন পাওয়ার পর তিনি জীবনতলা থানাকে তা জানিয়ে জানিয়ে মেয়েকে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু থানা নিষ্ক্রিয়।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার সময় সাগরিকা জয়নগর যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু তারপর সে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। বেচারামবাবু মেয়ের সন্ধানে এদিক-ওদিক অনেক খোঁজ করেন। আত্মীয় পরিজনদের সাথে যোগাযোগ করেন, কিন্তু মেয়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। মেয়েকে হারিয়ে তিনি বেশ ভেঙে পড়েন। গত ৭ই অক্টোবর বেচারাম বাবুর কাছে ৯১১৪৫৫৭৬১৭৭ নম্বর থেকে একটি উড়ো ফোন আসে। তাকে জানানো হয় সাগরিকা এখন চেন্নাইতে আছে। ঐ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিটি একটি ফোন নম্বর দিয়ে বলেন, এটি সাগরিকার ফোন নম্বর। বেচারামবাবুর আশঙ্কা তার কন্যাকে কোন অসৎ উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি চেন্নাইতে বেচে দিয়েছে। তিনি পুলিশকে দুটো নম্বরই দিয়েছেন। এখন দেখার কত দ্রুত পুলিশ সাগরিকাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে।

## বিপদে পড়ে গেছে কাকদ্বীপের মৎস্য শ্রমিকরা

দঃ ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের জন্যে সারা রাজ্যে পরিচিত। এখানে ছোটোবড় সব মিলিয়ে প্রায় ২০০০ ট্রলার সমুদ্রে মাছ ধরে। এই ট্রলারগুলিতে সাধারণত বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুরা মাছ ধরার শ্রমিকের কাজ করে। একটি ট্রলারে প্রায় ১৫-১৭ জন শ্রমিক মাছ ধরার কাজে যুক্ত থাকে। এই শ্রমিকরা সকলেই পুরোপুরি মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল। এদের কেউ এক দুই বা বেশ কয়েকবছর আগে এই দেশে এসেছেন। এরা প্রায় সকলেই বস্তির মতো করে কাকদ্বীপ-এর বিভিন্ন জায়গাতে গাদাগাদি করে থাকেন। এদেরকে কাকদ্বীপের স্টেশনের দুপাশে দেখা যায়। কিন্তু মোদির নোট বাতিলের ঘোষণাতে এরা পড়েছে সমস্যায়। কারণ টাকা অচল হয়ে গিয়েছে। আর এদের প্রায় কারোর ব্যাঙ্কে বই না থাকার কারণে মালিকের দেওয়া টাকা এরা বদল করতে পারছে না। কারণ মালিক দাদন হিসেবে যে টাকা দিচ্ছে, তা সবই পুরোনো নোটে। তার ওপর পুরোনো নোট তেল পাম্পগুলি না নেওয়াতে প্রায় ১০০০ এর ওপর ট্রলার তেলের অভাবে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারছে না। ফলে মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল এই সমস্ত হিন্দু উদ্বাস্তুরা এখন যথেষ্ট সমস্যায়। এর একটি বড় কারণ অবশ্য মালিকের কাছে থাকা বিপুল পরিমাণ কালো টাকা। কারণ কাকদ্বীপের বেশিরভাগ ট্রলার মালিকরা বিনা ট্যাক্সে দীর্ঘদিন মাছের কারবার চালিয়ে আসছে। ফলে আয় বহির্ভূত বিপুল পরিমাণ টাকা পাল্টানোর সুযোগ না থাকায় সেই টাকা এখন শ্রমিকদেরকে আগামী বছরগুলির জন্যে দাদন হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে শ্রমিকরা বিপুল সমস্যাতে রয়েছেন।

## রাজস্থান থেকে গ্রেফতার আইএস জঙ্গি

জামিল আহমেদ (৪২) নামে ব্যক্তিকে আইএসআই-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করল রাজস্থানের এটিএস অফিসাররা। তাকে রাজস্থানের সিকার জেলার ফতেপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এটিএস সূত্রে জানা গিয়েছে জামিল ২০০৩ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত সৌদি আরবে একটি কোম্পানিতে সুপারভাইজারের কাজ করতো। দেশে ফেরার পর বেআইনি হাওলার কারবার শুরু করে। তার সঙ্গে ইসলামিক স্টেটের নেতাদের সঙ্গে টুইটারের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়। সে ভারতে বসেই ইরাক ও সিরিয়াতে এই কয়েকবছর ধরে টাকা পাঠিয়ে গিয়েছে। তবে গত দুই বছর ধরে সে অন্যান্য জিহাদিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে হাওলার মাধ্যমে সিরিয়াতে পাঠিয়েছে। তাছাড়া তদন্তে চমকে দেবার মতো সত্য উঠে এসেছে। জামিল তার পিতার আট সন্তানের সব থেকে ছোট। ১৯৯০ তে ইরাক ও কুয়েতের মধ্যে যুদ্ধের সময় তার পরিবারকে কুয়েত থেকে নিয়ে হয়েছিল। জামিলের পিতা হাজি খলীল আহমেদ সংবাদ সংস্থাকে বলেন যে তার ছেলে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে তা তিনি ভাবতে পারেননি। তদন্তের সময় জামিল জানিয়েছে যে তার সঙ্গে ফিলিপিন্সের জিহাদি কারেন আয়েশা হামিদন-এর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তার কাছ থেকে ভারতের আরো জিহাদি চক্রের খোঁজ পাওয়া যাবে, এটাই এটিএস মনে করছেন।

### অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের কলকাতায় সম্মেলন

# ভারতের মুসলমানরা দেশে এক নাগরিক আইন মানবে না

গত ২০ নভেম্বর কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে পশ্চিমবঙ্গের দু লক্ষ মুসলমান শপথ নিল যে তারা ভারতের নাগরিক আইন মানবে না। তারা আল্লার আইন শরীয়ত-ই মেনে চলবে। আর যদি ভারত জোর করে তাদের উপর দেশের নাগরিক আইন চাপিয়ে দেয়, তাহলে আগুন জ্বলবে।

তাদের নেতৃবর্গ আরও জানালেন যে শরীয়ত মেনে মুসলিম পুরুষদের বহু বিবাহ ও মৌখিক তিন তালাকের অধিকার যে কোন মূল্যে তাঁরা রক্ষা করবেন। তাঁদের এই দাবীর সমর্থনে তাঁরা কিছু মুসলিম মহিলাকেও জোগাড় করেছিলেন। আজমা জেহরা নামক মহিলাকে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মহিলা সেলের আহ্বায়িকা করা হয়েছে।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ২৫তম সম্মেলন এবার অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় গত ১৮, ১৯, ২০ নভেম্বর। সারা দেশ থেকে প্রায় ৬০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তার সমাপ্তি হল পার্ক সার্কাস ময়দানের এই জনসভা দিয়ে। কলকাতা পুলিশ প্রথমে এই জনসভার অনুমতি দিতে চায় নি। তারপর পুলিশ ময়দানে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে এই জনসভা করতে বলে। কিন্তু রাজ্যে মুসলিম লবির চাপের কাছে পুলিশ নতিস্বীকার করে, এবং ঘন জনবহুল এলাকা পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। অনুমান করা যায় যে আয়োজকদের পক্ষ থেকে পুলিশ প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল যে কোনোরকম উত্তেজনা সৃষ্টি ও দাঙ্গার প্ররোচনা দেওয়া হবে না। সেই প্রতিশ্রুতি পালিত হয়েছে। কিন্তু এই সভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিষোদগার করা হয়েছে এবং তাঁর কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম নেতাদের মধ্যে অনেকগুলি গোষ্ঠী থাকলেও এই জনসভায় প্রায় সকল নেতাই উপস্থিত ছিলেন। এমনকি যে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, যিনি এই একই দাবীতে ৫ই নভেম্বর ধর্মতলায় পৃথক জনসভা করেছিলেন, তিনিও এই সভায় উপস্থিত থেকে মুসলিম ঐক্যকে মজবুত করেছেন।

এই সভার আগে থেকেই পূর্ব কলকাতার পার্ক সার্কাস, ট্যাংরা, মৌলালি, এন্টালি, কসবা প্রভৃতি এলাকার হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক অশান্তির আশংকায় শঙ্কিত ছিল। কারণ এই এলাকা ১৯৯২-এর দাঙ্গা দেখেছে। ২০০৭ সালে তসলিমা নাসরীনকে কলকাতা থেকে বিতারণের দাবীতে এই পার্ক সার্কাস এলাকাতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল ইদ্রিশ আলি-র নেতৃত্বে। তখনকার কংগ্রেস নেতা সেই ইদ্রিশ আলি এখন শাসক দল তৃণমূলের এম পি।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম ল বোর্ডের তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা ও এম পি সুলতান আহমেদ। এই সম্মেলনের নেতারা জানিয়েছেন যে রাজ্য সরকার তাঁদের এই সম্মেলনে সবরকমের সাহায্য করেছে। এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্মেলনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁর দল দেশে ''সমান নাগরিক আইনের'' বিরোধিতা করবে।

এই সম্মেলন আর একবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে মুসলিম রাজনীতিবিদরা তাঁদের ধর্মের স্বার্থে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে একটুও দ্বিধা করেন না। কিন্তু হিন্দু রাজনীতিবিদরা সাম্প্রদায়িক দুর্নামের ভয়ে হিন্দুর ন্যায্য স্বার্থের কথাও বলতে চান না।

আয়োজকরা দাবী করেছিলেন যে ২০ নভেম্বর জনসভায় ২০ লক্ষ মুসলমানের জমায়েত হবে। কিন্তু বাস্তবে ২ থেকে ৩ লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছে। এর পিছনে দুটি কারণ আছে বলে অনুমান করা যায়। (১) মাত্র দু সপ্তাহ আগেই সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী একই দাবীতে ধর্মতলায় পৃথক জনসভা করেন, (২) ১০০০ টাকা ও ৫০০ টাকার নোট বাতিল হওয়ায় বিভিন্ন জেলা থেকে গাড়ির সংখ্যা কম এসেছে।

মুসলিম রাজনীতির পর্যবেক্ষকরা অনেকেই মনে করছেন এই সভার পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল মোদী ও মমতাকে মুসলিম সমাজের ক্ষমতা প্রদর্শন। সেই উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে বলা কঠিন।

## মার্কিন ড্রোন হামলায় খতম আল-কায়দার শীর্ষ নেতা

সিরিয়ার মাটিতে বড়সড় সাফল্য পেল মার্কিন বাহিনী। মার্কিন হামলায় খতম এক আল-কায়দার শীর্ষ নেতা।

পেন্টাগন সূত্রে খবরে প্রকাশ, উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার সরমদার কাছে মার্কিন ড্রোন হামলায় আবু আফগান আল মাসরি নামে আল-কায়েদার এক শীর্ষস্থানীয় নেতার মৃত্যু হয়েছে। আফগানিস্তানে বেশ কিছু নাশকতামূলক কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিল সে। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েক বছর সিরিয়াতে ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর হয়ে কাজ করছিল সে। পেন্টাগন আরও জানিয়েছে মৃত আল মাসরি মিশরের বাসিন্দা। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত এই নেতা। বর্তমানে আল মাসরি ইসলামিক স্টেটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন। মূলতঃ খবর সরবরাহ ও অর্থ সরবরাহ করার দায়িত্ব তার উপর ছিল। তার মৃত্যু একটা বড় সাফল্য বলেই পেন্টাগণ সূত্রে জানানো হয়েছে।

# লাভ জেহাদের শিকার সুমিতা বাড়ি ফিরতে চায়

নাবালিকা সুমিতা পাত্র (১৬) ভালোবেসে বিয়ে করেছিল শুভজিৎ দাসকে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করে সে। এমন একটা ভালো ছেলের গলায় বরমাল্য দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি সুমিতা। কিন্তু কিছুদিন পর বেড়িয়ে পড়ল ছেলেটির প্রকৃত রূপ। তার আসল নাম মোস্তাক হোসেন (পিতা-সাইদুল্লা হোসেন)। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দীঘিতে। এমনই ভয়াবহ লাভ জেহাদের কাহিনী শোনালেন শ্রীমতি অষ্টমী পাত্র, সুমিতা পাত্রের মা।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দুর্গাচক থানার অন্তর্গত রঘুনাথচকের বাসিন্দা নাবালিকা সুমিতা পাত্র। মোবাইল ফোন মারফত তার আলাপ হয় শুভজিৎ দাস নামক এক যুবকের। অল্প কিছুদিনেই প্রেমে পরিণত হয়। শুভজিৎ জানায় সে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করে। কিছুদিন পরে শুভজিৎ সুমিতাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ভালো রোজগেরে শুভজিৎকে বিয়ে করতে সুমিতা কোন আপত্তি করেনি। কিন্তু বাধ সাধে সুমিতার বাবা। একে মেয়ে নাবালিকা, তার উপর ছেলেটির বাড়ির পরিচয় তাদের কিছুই জানা নেই। কিন্তু ২০১৬ মার্চ মাসে শুভজিৎ সুমিতাকে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং বিয়ে করে। অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর তারা ফিরে আসে। ছেলেটি ফেরার তিন দিন পর তার ব্যাগ থেকে একটি ভোটার কার্ডের জেরক্স পাওয়া যায়, যাতে জানা যায় ছেলেটি মুসলিম। নাম মোস্তাক হোসেন। মেয়ের সর্বনাশ করার কথা পুলিশে জানানো হবে বললে উল্টে সে অষ্টমী দেবী ও তার স্বামী প্রশান্ত পাত্রকে শাসায় যে, পুলিশ প্রশাসন ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তার হাতের মুঠোয়। বেশি বাড়াবাড়ি করলে মেয়ের চরম সর্বনাশ করে দেবে। এই ভয়ে তারা এতদিন মুখ খুলতে পারেনি। এরপর সুমিতাকে নিয়ে নিজের বাড়ি রায়দীঘিতে চলে যায়।

লাভ জেহাদের শিকার সুমিতা এখন ঘরে ফিরতে চায়। সে তার মাকে ফোনের মাধমে জানিয়েছে, নানা প্রলোভন দেখিয়ে এবং ধর্ম ও নাম ভাঁড়িয়ে মোস্তাক তাকে ফাঁসিয়েছে। সে ফিরতে চাইলেও এখন তাকে সে বাবা-মার কাছে ফিরতে দিচ্ছে না। তাকে ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সে স্বেচ্ছায় মোস্তাকের সঙ্গে এসেছে এবং তার সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত সুমিতা নিজেই নিয়েছে বলে তাকে বলতে বাধ্য করা হচ্ছে।

এরপর অসহায় অষ্টমী পাত্র ও প্রশান্ত পাত্র হিন্দু সংহতির অফিসে এসে মেয়েকে উদ্ধারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন।

## মহাকাশ চর্চায় নাসার চেয়ে মোটেই পিছিয়ে নেই ইসরো

আমেরিকার নাসা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র। নাসার পরিকাঠামোর কোন তুলনাই হয় না। কিন্তু তাই বলে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো' নাসার থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। ভারতের স্পেস রিসার্চ অরগানাইজেশন বা সংক্ষেপে ইসরো মহাকাশ প্রযুক্তিতে কতটা এগিয়ে গিয়েছে তার একটা উজ্জ্বল উদাহরণ কার্টোস্যাট ২-সি স্যাটেলাইট। এই স্যাটেলাইটের পাঠানো সীমান্ত অঞ্চলের বিশদ ছবি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের সময় ভারতীয় সেনা বাহিনীকে সরবরাহ করেছিল ইসরো। সেই স্যাটেলাইটের পাঠানো ইমেজগুলো এতটাই বিশদে ওই অঞ্চলের ছবি ধরা পড়েছিল যে স্ট্যাটেজি সাজাতে প্রভূত সুবিধা হয়েছিল সেনাকর্তাদের। আগামীদিনে পাক সীমান্তে জঙ্গী দমনে ঐ স্যাটেলাইট আরও কাজ দেবে।

সম্প্রতি ইসরো আরও জানিয়েছে যে, নাসার মতো পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও মহাকাশ প্রযুক্তিতে মোটেই পিছিয়ে নেই ভারত। একটি সর্বভারতীয় ইংরাজী দৈনিকের খবর অনুযায়ী, এবার চাঁদের মাটিতে নামবে ভারতের পাঠানো বিশেষ যান বা রোভার। প্রকল্পের নাম চন্দ্রায়ন টু। এই যানটি চাঁদের মাটিতে ঘুরে ঘুরে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে। এর আগে ইসরোর পাঠানো 'চন্দ্রায়ন ওয়ান' ২০০৮ সালে মহাকাশে যায় এবং প্রায় এক বছর চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে।

## ভারতে ২ কোটি বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী

গত ১৭ই নভেম্বর রাজ্যসভাতে আসামের এমপি ঝর্ণা দাস বৈদ্য-এর এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন যে ভারতে বর্তমানে ২ কোটি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী বেআইনি ভাবে বসবাস করছে। এরা ভারতে অনুপ্রবেশ করে মূলত আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে। এরা ভারতে আসার পর সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে আশ্রয় পাচ্ছে এবং পরে সেখান থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর এরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কল-কারখানা ও নির্মীয়মান বাড়িগুলিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। এইসব অনুপ্রবেশকারীরা হাওলার মাধ্যমে বাংলাদেশে টাকা পাঠাচ্ছে। এদের মধ্যে আবার অনেকে কিছুদিন পর তাদের আত্মীয়-স্বজনদেরকেও এদেশে ডেকে নিচ্ছে। ফলে ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। শ্রীমতি দাস বৈদ্য এর পর কিরেন রিজিজু-এর কাছে জানতে চান কেন্দ্র এইসব বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে? এর উত্তরে রিজিজু বলেন, সরকার এই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে এবং তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, গত ২০০৪ সালে ইউপিএ জমানার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রাজ্যসভাতে জানিয়েছিলেন যে ভারতে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী বাস করছে।

তবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কিরেন রিজিজু মহাশয়ের এই বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ পশ্চিমবঙ্গের দুই সীমান্তবর্তী জেলা মালদহ ও মুর্শিদাবাদ-এর জনবিন্যাস বদলে যাওয়ার কারণ হলো এই মুসলিম অনুপ্রবেশ। দ্রুত কমে চলেছে হিন্দু জনসংখ্যা। যদিও এই ব্যপারে পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়া নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। এছাড়া আরো একটি বিষয় দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সারা রাজ্যের নির্মীয়মান আবাসন প্রকল্পে কাজ করা রাজমিস্ত্রি ও শ্রমিকদের মধ্যে একটা বড় অংশই এই দুই সীমান্তবর্তী জেলাগুলির বাসিন্দা এবং আশ্চর্যজনক এরা সকলেই মুসলিম। তাছাড়া এটা আজ আমাদের সকলেরই জানা যে খাগড়াগড় কান্ডে জড়িতরা সকলেই রাজমিস্ত্রির কাজ করতো এবং সেই কাজের সূত্রে তারা সারা রাজ্যে তাদের জিহাদি জাল ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলো।

**হিন্দু সংহতি-র সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে**

# বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

## ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাসিরনগরে ত্রাণ দিতে বাধা
## মাঝপথে ছাত্রদের লং-মার্চ পন্ড পুলিশি বাধায়

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে ও ছয় দফা দাবিতে লংমার্চ করেছিল ছাত্ররা। কিন্তু পুলিশের বাধায় তা পন্ড হয়ে গিয়েছে।

গত ১৭ই নভেম্বর, শুক্রবার ছাত্র যুবরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএমসি থেকে লংমার্চ শুরু করে ব্রাহ্মণবেড়িয়ার নাসিরনগরে যাচ্ছিল। 'মাইনরিটি রাইটস মুভমেন্ট'-ছাত্রদের নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু মিছিল কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় এলে পুলিশ তাদের গতিরোধ করে। মাইনরিটি রাইটস্ মুভমেন্টের সমন্বয়ক মানিক রতি বলে, নিরাপত্তা দিতে পারবে না-এই অজুহাতে পুলিশ তাদের লংমার্চ পন্ড করে দেয়।

বিশেষ সূত্রে জানা যায়, পাঁচটি বাস যাওয়ার কথা থাকলে শেষ পর্যন্ত একটি বাস ও তিনটি মাইক্রো বাস নিয়ে তারা যাত্রা শুরু করেছিলো। ছয় দফা দাবির পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রায় দুই লাখ টাকার সহায়তা নিয়ে ছাত্ররা যাচ্ছিল।

মানিকবাবু বলেন, তারা নিজেদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেরাই নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাদের সে অনুমতি দেয়নি। শাহবাগ থানার ওসি বলেন, ত্রাণ দিলেও সেখানে সমাবেশ করলে সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলার আশঙ্কা আছে। তাই শেষ পর্যন্ত তারা হিন্দুদের লংমার্চ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

সচেতন শিক্ষার্থীবৃন্দ, সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ ও মাইনরিটি রাইটস মুভমেন্ট নামের তিনটি সংগঠনের পক্ষ থেকে গত মঙ্গলবার শাহবাগ মোড়ের অবরোধ কর্মসূচি থেকে এই লংমর্চের ঘোষণা করা হয়।

## ধামরাইয়ে দুই সংখ্যালঘু স্কুলছাত্রীকে গণধর্ষণ, আটক ৪

ঢাকায় ধামরাইয়ে দুই সংখ্যালঘু (হিন্দু) স্কুল ছাত্রীকে গণধর্ষণ করল তাদেরই সহপাঠী। এতে জড়িত থাকার অভিযোগে ৪ জনকে আটক করা হয়েছে। গত ২২শে নভেম্বর দুপুরে ধামরাইয়ের ফুডনগর ও সাভারের রাজবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুষ্কর্মকারীদের আটক করা হয়েছে। ধৃতরা হল ধামরাই উপজেলার কুল্লা ইউনিয়নের ফুডনগর গ্রামের আব্দুল মিঞার ছেলে ইকবাল হোসেন (২০), ইসহাক মিয়ার ছেলে সুমন (২২), তারাপুর মহল্লার আতাউল হাসানের ছেলে সাকিব হাসাল সুরুজ (২২) এবং মানিক মিঞার ছেলে আকাশ (১৮)।

থানা সূত্রে যানা যায় যে, ঐ দিন সকালে সাভার পৌর এলাকায় ব্যাংক কলোনী এলাকার দুই সংখ্যালঘু হিন্দু স্কুল ছাত্রীকে ফুডনগর এলাকার একটি পার্কে বেড়াতে নিয়ে যায় তাদেরই বন্ধু সাকিব, হাসান, সুরুজ ও আকাশ। সেখানে পার্কের ভিতর একটি পরিত্যক্ত ঘরে দুই স্কুল ছাত্রীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করে তারা। পরে পার্কে ঘুরতে আসা কয়েকজন যুবক বিষয়টি দেখে ফেলে। তারাও মেয়ে দুটিকে উদ্ধার না করে ধর্ষণকারীদের সঙ্গে মিলে ধর্ষণ করে। উপর্যুপরি ধর্ষণে মেয়ে দুটি অজ্ঞান হয়ে যায়। ছাত্রী দুটিকে ওই অবস্থায় রেখে ধর্ষণকারীরা সেখান থেকে পালায়। স্থানীয় মানুষ মেয়ে দুটিকে অচৈতন্য অবস্থায় পার্ক থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠায়। সেখানে মেয়েদুটির চিকিৎসা চলছে।

এ ব্যাপারে ধামরাই থানার এসআই মাসুদুর রহমান জানান, দুই ছাত্রীর গণধর্ষণের অভিযোগের ভিত্তিতে সাভার পৌর এলাকার রাজবাড়ি ও ধামরাইয়ের ফুডনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪ ধর্ষককে আটক করা হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তির সন্তান। মেডিকেল রিপোর্টে ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এ ঘটনায় বাকিদেরকে আটকসহ ধামরাই থানায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ধর্ষকদের পরিবারের লোকেরা ধর্ষিতাদের বাড়িরে লোকদেরকে হুমকি দিচ্ছে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য।

## জেহাদি আক্রমণের শিকার সাঁওতাল সম্প্রদায়

ভালো নেই বাংলাদেশের আদি ভূমিপুত্ররা। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের এই মানুষগুলো প্রতিদিন জেহাদি আক্রমণের শিকার হচ্ছে। সেদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে পুলিশ প্রশাসন, কেউ এদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না। ফলতঃ অত্যাচারিত মানুষগুলো আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের উপর লাগাতার অত্যাচার চলছে বলে সূত্রের খবরে প্রকাশ। তীব্র খাদ্য ও আবাসন সংকটের মধ্যে পড়ে গেছে তারা। হত দরিদ্র সামান্য কৌপিন পরা সাঁওতালরা প্রতিমুহূর্তে জেহাদি আক্রমণের শিকার হচ্ছে। বাসস্থান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে তারা। গোবিন্দগঞ্জ থেকে উচ্ছেদ হওয়া সাঁওতালরা মাদারপুর ও জয়পুর গ্রামের সাঁওতাল পল্লীগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু বিধর্মী বলে সেখানেও তারা রেহাই পায়নি। প্রায়ই তাদের ঘর থেকে হাঁস-মুরগী তুলে নিয়ে যাচ্ছে মুসলিমরা। এমনকি মাঠের থেকে গরু টেনে নিয়েও চলে যাচ্ছে। বাধা দিলে ভাগ্যে জুটছে প্রহার, চরম লাঞ্ছনা। এমনকি সাঁওতাল মেয়েদের প্রতিও চরম দুর্ব্যবহারের খবর এসেছে। অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, রাজনৈতিক নেতা বা পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। সম্প্রতি সাঁওতালরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছিল। ফলে তাদের উপর নেমে এসেছে চরম জেহাদি আক্রমণ। এতে দুই জন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রে প্রকাশ।

সম্প্রতি বাংলাদেশকে বিধর্মী শূন্য করার পরিকল্পনা করেছে সেখানকার জেহাদি সংগঠনগুলো। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উপর এই পরিকল্পিত আক্রমণ তারই বহিঃপ্রকাশ বলে অনেকে মনে করছেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সূত্রে জানা গিয়েছে, তারা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। তাদের যাওয়ারও কোন জায়গা নেই। তাই মরে গেলেও মাটি আঁকড়ে তারা পড়ে থাকবে।

## আগামী ৩০ বছরে হিন্দুহীন হবে বাংলাদেশ ঃ আবুল বরকত

আগামী ৩০ বছরে বাংলাদেশে কোন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের অস্তিত্ব থাকবে না। এমনটাই অনুমান বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ ও গবেষক ডঃ আবুল বরকতের। গত ৪৯ বছরে বাংলাদেশে কমতে থাকা হিন্দুদের সংখ্যার বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি এই অনুমান করেছেন। নিজের সদ্য প্রকাশিত বই 'পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ রিফর্মিং এথ্নিকালচার-ল্যান্ড-ওয়াটার বডিজ ইন বাংলাদেশ'-এ এই কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশি গবেষক।

বাংলাদেশের এক সংবাদপত্রকে সাক্ষাতকার দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ১৯৬৪ সাল থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশ ছেড়েছেন। সেই হিসেব অনুযায়ী প্রতিদিন প্রায় ৬৩২ জন হিন্দু বাংলাদেশ ত্যাগ করছেন। বছরে এই সংখ্যাটা ২,৩০,৬১২। তাঁর মতে, এই হিসেব ধরলে আগামী তিন দশকে বাংলাদেশে কোনও হিন্দুর বাস থাকবে না।

বাংলাদেশের হিন্দুদের কমতে থাকা সংখ্যা নিয়ে মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক অজয় রায়ও। তিনি বলেন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিমাণে হিন্দুদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের অধীনেও সেই একই পরিমাণ জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের হয়ে সওয়াল করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদও। তিনি বলেন, সরকারকেই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং বাংলাদেশি হিন্দুদের সুরক্ষিত পরিবেশ দিতে হবে। যাতে তারা শান্তিতে ও নিরাপদে এখানে থাকতে পারে তার জন্য প্রশাসনকে উদ্যোগী হতে হবে।

২ পাতার শেষাংশ

# ভারতীয় বীর জওয়ানদের আত্মত্যাগ ও বাঙ্গালির চরম উদাসীনতা

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের দিকে তাকালে এই পার্থক্যটা সহজেই চোখে পড়ে। যেখানে আর সমস্ত রাজ্যে ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে দিয়েই প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়ে থাকে, সেখানে আমাদের রাজ্যে এক রেড রোড ছাড়া আর কোথাও কি কুচকাওয়াজের মহড়া দেখা যায়? আর ক'জনের ভাগ্যেই বা তা অনুভব করে দেশাত্মবোধে রঞ্জিত হবার সুযোগ থাকে? বিগত দিনগুলিতে বাংলার সিপিএম শাসকেরা বারংবার হাস্যকর যুক্তি দেখিয়ে সেনাবাহিনীর আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম বা রাজ্যের অন্যান্য সেনা ব্যারাকের ''সেনা দিবসে'' অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। ১৯৭১'এর (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে) ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাক বাহিনীর উপর বিজয়লাভের ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৬ই ডিসেম্বর সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী যে ''বিজয় দিবস'' পালিত হয়, তা উদযাপন করতে বাংলার কোন রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীর তাতে অংশগ্রহণ করা তো দূরে থাক, সে নামই পশ্চিমবঙ্গে উচ্চারিত হয় না। তেমনিভাবে ২৬শে জুলাই কার্গিল দিবস'কেও এখানে আস্তাকুঁড়ের জঞ্জালে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। মমতার আমলেও তার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি।

দেশের সেনাবাহিনীর প্রতি রাজনৈতিক দলগুলির এই চরম ঔদাসীন্যই বাংলার যুবসমাজকে ক্রমশই সেনাবাহিনীর প্রতি বীতরাগ করেছে। আর তাই তো পরিসংখ্যানের নিরিখে আজ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ সেনাবাহিনীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছেন, যা বাঙ্গালিকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে করেছে বিমুখ। হাতে গোনা কিছু মানুষ ছাড়া আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এখানে এমন মানুষের সংখ্যা সত্যিই খুব নগন্য, যারা স্বেচ্ছায় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে ইচ্ছুক-এটাই বাস্তব। (অথচ, বন্ধুদের থেকে CSD'র অর্থাৎ ক্যান্টিন ফ্যাসিলিটি বা ফ্রী পাশ নিতে এদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি লালায়িত হতে দেখা যায়।)

অথচ, গত শতকের ১৯৮০'তেও বাঙ্গালিরা গর্বের সঙ্গে ফৌজ যোগ দিতে ভালোবাসতেন। প্রচুর বাঙ্গালি অফিসার কৃতিত্বের সঙ্গে সে সময় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গুরুভার পালন করেছেন। বিশেষ করে সেনার মেডিক্যাল বিভাগে (AMC) এত বাঙ্গালি দেখা যেত, যে সেগুলোকে তখন অনেকেই মুখার্জী বা চ্যাটার্জীদের এ্যাসোসিয়েশন বলে ভুল করে বসতেন।

আর আজকের দিনে মুষ্টিমেয় যে কজন বাঙ্গালি ফৌজে যোগ দেন, তাদের আবার বেশিরভাগই জন্মসূত্রে বাংলার বাইরেই মানুষ।

জাতীয় স্বার্থে NCC বলে যে একটি বস্তু আছে, স্কুল কলেজের ক'জন ছাত্র-ছাত্রী তার খবর রাখেন? ফলত প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গের এক বিশাল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী NCC তে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। এ তো গেলই, আরও শুনে রাখুন একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী বা যুদ্ধনায়কদের যে সম্মান প্রাপ্য, তার বিন্দুমাত্রও এই রাজ্যে পাওয়া ভার। সেনাকর্মীদের জন্য আরও চরম অসম্মান লুকিয়ে থাকে, তাদের প্রতি রাজ্যসরকারের ব্যবহারে। যেখানে অন্যান্য রাজ্যে রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের বিনামূল্যে জমি বা চাকরী সহ অন্যান্য সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য বিবিধ সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা থাকে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের তালিকাটা প্রায় শূন্য।

এই রাজ্যে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলো ঝকমক করে ওঠে রাজ্যের কমিউনিষ্টদের বিজয়গাথায়। মার্কস, মাও, লেনিনদের নিয়ে পাতার পর পাতা খরচা করা হয়, অথচ বিভিন্ন যুদ্ধে দেশের জন্য ভারতীয় সেনাদের অসীম বীরত্ব ও ত্যাগ নিয়ে দুটো শব্দও ব্যবহৃত হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলার মানুষের কাছে দেশের সেনাবাহিনী'র অস্তিত্ব থাকা না থাকা সমান। আর দেশের জন্যে সেনাদের বলিদান হল ক্ষণিকের অবসরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আড্ডার মেজাজে আলোচনার ঝোড়ো বিষয়বস্তু।

আজ যদিও কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, তথাপি তাদের ছড়িয়ে যাওয়া বিষের জ্বালায় এখনো আপামর বাংলা জ্বলছে। সে পথেই হয়তো রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কিছু কিছু ক্ষেত্রে বামেদেরও ছাপিয়ে গিয়েছেন। আর তাই সম্ভবত তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, মৃত সৈনিকদের কফিনে ফুলের দিয়ে ভোটের বাজারে তাঁর তেমন একটা লাভ হবার নয়। এবং সেই কারণেই হয়তো এই রাজ্যে তাঁর নির্দেশে হজে কেউ মারা গেলে রাজ্য সরকার ১০ লক্ষ টাকার ঘোষণা করলেও, দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা সৈনিকের জন্য বরাদ্দ করা হয় মাত্র ২ লক্ষ! বলাই যায় যে, এই কারণেই তিনি তাঁর মুখে কুলুপ এঁটেছেন যে, মৃত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে শোক জ্ঞাপন করতে গিয়ে (যে দেশের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাঁদের প্রাণহানি, সেই) পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুখ খুললে যদি তাঁর সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক ব্যাহত হয়!

সুতরাং খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঘোড়ই এবং দলুইদের মত বীর জওয়ানদের অকালে রাষ্ট্রের জন্য ঝরে যাওয়াটা তাঁকে স্পর্শ করবে না, যেমন স্পর্শ করবে না অকৃতজ্ঞ সেই সব অসংখ্য বাঙ্গালিকে, যারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর বুকের রক্তঝরানো সুরক্ষায় মোড়া পশমিনী চাদরের নরম উষ্ণতায় আরামে ঘুমিয়ে থাকবেন অনন্তকাল।

*(মূল প্রেরণা ঃ শ্রী জয়দীপ মজুমদার/কর্নেল আশিষ দাস, অবসরপ্রাপ্ত)*

# জওয়ানের মাথা কাটল পাক সেনা
# বর্বরোচিত আক্রমণে হত তিন ভারতীয় সেনা

জম্মু-কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে ঢুকে এক ভারতীয় জওয়ানের মুন্ডু কেটে নিয়ে গেল পাকিস্তানি সেনা। পাকিস্তানি কমান্ড দলটির হামলায় আরও দুইজন ভারতীয় সেনার মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়েছে। জম্মুর মাচিল সেক্টরে গত ২২শে নভেম্বর, মঙ্গলবার পাক সেনার অতর্কিত হামলায় একদিনে তিন ভারতীয় জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। সপ্তাহ তিনেক আগে এই মাচিলেই আর এক ভারতীয় সেনার গলা কেটে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে পালিয়ে গিয়েছিল এক জঙ্গি। তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এর যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। এদিনও সেনাবাহিনীর তরফ থেকে একই বিবৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

গোটা অপরেশনটি চালিয়েছে পাক সেনাবাহিনীর বর্ডার অ্যাকশন টিম। গোপনে কাজটি সেরে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ওপারে চলে যায় তারা। মাচিলের সেনা ছাউনিটি একেবারে পাকিস্তান লাগোয়া। তাছাড়া ঘন জঙ্গল ও চড়াই-উৎরাই-এর সুযোগ নিয়ে তাদের পালাতে সুবিধা হয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই বর্বোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এই কাপুরুষের মতো আক্রমণের যোগ্য জবাব ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে দেওয়া হবে বলে সেনা সূত্রে জানান হয়।

সেনা সূত্রে জানান হয়েছে, ঐ দিন দুপুর থেকেই দুপক্ষের সেনাবাহিনীর মধ্যে তমুল গুলির লড়াই শুরু হয়। কুপওয়ারা জেলার মাচিল সেক্টরের চারটি জায়গায় শুরু হয়েছে এই গুলির লড়াই। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর মাচিল, আশনি, রিংসার ও রিংসার পাইন-এ তীব্র লড়াই চলেছে।

উরি হামলায় ১৯ জন ভারতীয় সেনার হত্যার পাল্টা জবাব হিসাবে সার্জিক্যাল স্টাইক করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। তাতে কমপক্ষে ৩৮ জন পাকসেনা ও জঙ্গিকে খতম করা হয়। সেই আক্রমণে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বেশ কয়েকটি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই স্টাইকের জবাবে জঙ্গিদেরই মূল হাতিয়ার করেছে পাকিস্তান। লাগাতার সংঘর্ষ বিরতি করে নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপার থেকে লাগাতার জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। কিন্তু ভারতীয় সেনার তৎপরতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই চেষ্টা বানচাল হয়ে গিয়েছে। মারা পড়েছে বহু জঙ্গি। কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতীয় সেনার গুলিতে সাত পাকিস্তানি সেনার মৃত্যু হয়েছিল। এরপর থেকেই পাকিস্তানি সেনা রণকৌশল বদলেছে। অস্ত্র বিরতি লঙ্ঘন করে শুধু সেনা ছাউনিতে নয়, নিয়ন্ত্রণরেখার এপারের গ্রামগুলিতেও হামলা চালাচ্ছে পাক সেনা। এবং বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসবাদী হামলাও চালাচ্ছে।

একইরকমভাবে মাচিলের ঘন জঙ্গলকে কাজে লাগিয়ে গত তিন সপ্তাহে দুবার ভারতীয় সেনার উপর হামলা চালিয়ে পালাল পাকিস্তানি সেনা। ভারতীয় সেনার উপর এই কাপুরুষোচিত আক্রমণের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে বলে সেনাবাহিনীর নর্দার্ন কম্যান্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

পরদিনই পাকিস্তানের এই আক্রমণের সমুচিত জবাব দেয় ভারত। সূত্র মারফত খবর, এদিন পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ব্যাপক গুলিবর্ষণ করে ভারতীয় জওয়ানেরা। ভারতীয় সেনার গুলিতে তিনজন পাক সেনা সহ মোট সাত জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তান।

# জাকির নাইকের সংস্থায় এনআইএ হানা

বিতর্কিত ইসলামিক ধর্মপ্রচারক জাকির নাইকের ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনে তল্লাশি অভিযান চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। গত ১৯শে নভেম্বর শনিবার সকাল থেকেই মুম্বইয়ে জাকিরের সংস্থার ১০টি অফিস ও কয়েকটি বাড়িতে যৌথ অভিযান চালায় এনআইএ ও মুম্বই পুলিশ। বাংলাদেশের গুলশানে জঙ্গি হামলার ঘটনার পর থেকেই দুবাইয়ে পলাতক জাকির। গুলশান হামলার জঙ্গিরা পীস টিভিতে জাকিরের ভাষণ শুনেই অনুপ্রাণিত হয়েছিল বলে অভিযোগ। গত ২০শে নভেম্বর সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগে জাকির নাইক ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ ধারায় ও বেআইনি কাজ প্রতিরোধ আইনের ১০, ১৩, ১৮ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনে অফিসে ঢুকে তল্লাশি করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনুমতি পাওয়ার পরেই ঐদিন জাকিরের বিভিন্ন অফিসে তল্লাশি অভিযান চালাল এনআইএ কর্তৃপক্ষ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই সংগঠনের সদস্যরা এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি জাকির বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য তৈরির বার্তা দিতেন এবং হিংসা ছড়ানোর চেষ্টাও করছেন। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে একাধিক বিরূপ মন্তব্য করতেও তাকে শোনা গেছে। চলতি বছরে ঢাকায় বিস্ফোরণে হত আত্মঘাতী এক জঙ্গির ফেসবুক পোস্ট থেকে জানা যায়, ভারতের জাকির নাইকের বক্তব্য টিভিতে দেখে সে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এরপরই জাকিরের ভাষণ ও কর্মকাণ্ডের উপর নজর রাখা শুরু করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। বন্ধ করা হয় পীস টিভির সম্প্রচার। জাকিরের সংগঠনকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার আগেই দুবাই-এ পালিয়ে যান। আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীতে যোগ দিতে যাওয়া মহারাষ্ট্রের এক যুবকও জাকিরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল বলে তদন্তে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা।

# কৃষ্ণনগরে অশান্তি

কৃষ্ণনগরে চাঁদ সড়ক পাড়ায় কালীপূজাকে কেন্দ্র করে মুসলমান দুষ্কৃতিদের তান্ডব অব্যাহত। ভাইফোঁটার দিন কালীপুজোর ভাসানকে কেন্দ্র করে চাঁদসড়ক পাড়া রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। উভয় পক্ষের সংঘর্ষে আহত হয়েছিল বেশ কয়েকজন ব্যক্তি। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে শেষপর্যন্ত র‍্যাফ নামাতে বাধ্য হয়।

চাঁদসড়ক পাড়ায় একটি মুসলিমদের দরগা আছে। কালীপূজার মার খাওয়ার প্রতিশোধ নিতে তারা জগদ্ধাত্রী পূজার আগে থেকেই বাঘাডাঙ্গা ও চাঁদসড়ক পাড়ার মুসলিম ক্লাবগুলিতে মুসলমানরা জড়ো হচ্ছিল। জগদ্ধাত্রী পূজা কেটে যাওয়ার পর তারা তাদের রূপ প্রকাশ করে। সেজন্য গত ১৮ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার চাঁদসড়ক বারোয়ারীর উল্টোদিকে একটি গমকল আছে যার মালিক বাঘাডাঙ্গার অসীম ঘোষ। তাঁকে রাত্রি ৮টা নাগাদ হানিফ সেখের ছেলে সঞ্জয় সেখের নেতৃত্বে একদল মুসলিম দুষ্কৃতি দা দিয়ে কোপ মারে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে দাদা অসিত ঘোষও আক্রান্ত হয়। কোতয়ালী থানায় এই ঘটনার অভিযোগ জানাতে গেলে ১৮ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় কাউন্সিলর অনুপম আলী মন্ডলের চাপে পড়ে পুলিশ প্রথমে কেস নিতে চায়নি। তারপর স্থানীয় হিন্দুদের চাপে পড়ে পুলিশ কেস নিতে বাধ্য হয় (কেস নম্বর-৮৫৭/১৬) এবং সঞ্জয় সেখকে গ্রেপ্তার করে। এলাকায় একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

# জেলায় জেলায় হিন্দু সংহতি-র দুর্গাপুজো ও দীপাবলী-র সম্মেলন


জয়নগর


জয়নগর



মশাট


মশাট



উলুবেড়িয়া


উলুবেড়িয়া


রায়দীঘি


তালদী, ক্যানিং

**ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি** ◆ <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686